২ জানুয়ারি, ২০২৩

# জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়
দেশ গড়বো সমাজসেবায়

# সেবাকথন

শিল্পী: মাহাবুব হোসাইন রোহান

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

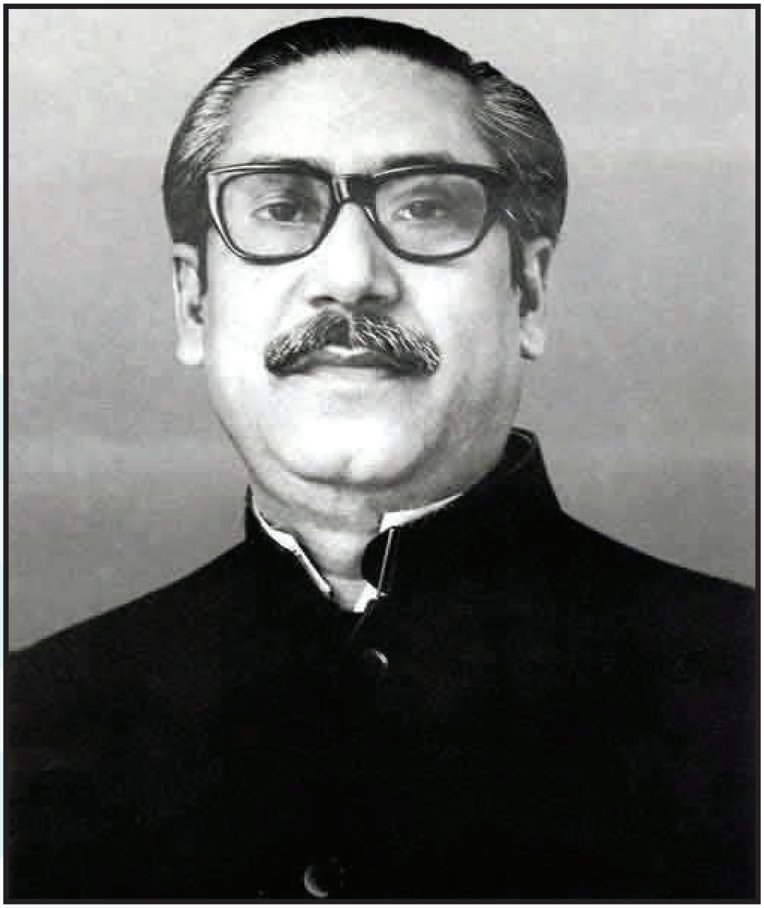

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# ২ জানুয়ারি ২০২৩

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা

## উপদেষ্টা পরিষদ

**জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি**
মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

**জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি**
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**
সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

## স্মরণিকা প্রকাশ উপকমিটি

**জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী**
(যুগ্মসচিব) ও পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) সমাজসেবা অধিদপ্তর – আহ্বায়ক

**জনাব মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম**
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিবন্ধী ভাতা), সামাজিক নিরাপত্তা – সদস্য

**জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম**
উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি – সদস্য

**জনাব মোছাঃ নাসরিন সুলতানা**
সমাজসেবা অফিসার (আরও), গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর – সদস্য

**জনাব সোমা ইউসুফ**
গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর – সদস্য

**জনাব মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান**
সমাজসেবা অফিসার (আরও), গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর – সদস্য

**জনাব রকিব আহ্‌মেদ**
উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ) সমাজসেবা অধিদপ্তর – সদস্যসচিব

## সার্বিক সহযোগিতায়

**জনাব স্বপন কুমার হালদার**
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর

**জনাব আইয়ুব খান**
উপপরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ), সমাজসেবা অধিদপ্তর

**জনাব বিপুল কুমার সাহা**
সহকারী পরিচালক (গুদাম, যানবাহন ও সরঞ্জাম), সমাজসেবা অধিদপ্তর

## সম্পাদনায়

**মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান**
সমাজসেবা অফিসার (আরও), গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর

**প্রচ্ছদ**
সব্যসাচী মিস্ত্রী

**প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্রকর্ম**
**মাহাবুব হোসাইন রোহান,** ৬ষ্ঠ শ্রেণি, কল্যাণী ইনক্লুসিভ স্কুল
প্রতিবন্ধিতার ধরন: অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার

**প্রকাশনায়**
গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা
সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

## বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
১৮ পৌষ ১৪২৯
০২ জানুয়ারি ২০২৩

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩’ উদযাপন ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় সমাজসেবা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দুস্থ ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম প্রচলন করে তিনি দেশে ও সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার প্রতিবন্ধী, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষাসহ নানাবিধ সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে ইতোমধ্যে মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় জি-টু-পি পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার কর্মসূচি বিশ্বের কাছে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি, সঠিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিগণ যেন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল ভোগ করতে পারে সে বিষয়ে সকলে সচেষ্ট থাকবেন! করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সমধর্মী অন্যান্য কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে আরো বেশী আন্তরিক ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমি সম্ভাব্য বিশ্বমন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহকে একসাথে কাজ করার আহবান জানাই।

আমি সমাজহিতৈষী যে-সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩’ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

# বাণী

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ পৌষ ১৪২৯
০২ জানুয়ারি ২০২৩

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৪তম 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩' উদযাপন ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়'- যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অসহায়, অনগ্রসর মানুষকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরে ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য দেশ পুনর্গঠনের শুরুতেই সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদানসহ সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্র শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। শিশুদের সুরক্ষায় প্রণয়ন করেন শিশু আইন, ১৯৭৪।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, অনাথ প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী নিগৃহিতা নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গসহ সহায় সম্বলহীন মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে লাগসই ও টেকসই প্রকল্প গ্রহণসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ৫৪টি জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ১ কোটি ৮ লক্ষ জন উপকারভোগীর ভাতা ও অনুদানের টাকা সরাসরি দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া হচ্ছে জি-টু-পি পদ্ধতিতে।

আমরা চা-শ্রমিক, হিজড়া, বেদে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করছি। ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগী এমনকি অগ্নিদগ্ধদের জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছে। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিসহ ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। শিশু সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮ সেবা প্রচলন করা হয়।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমাজসেবা অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সদা তৎপর থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি জাতীয় মানবকল্যাণ পদকে ভূষিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**শেখ হাসিনা**

নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি
মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

২ জানুয়ারি ২৪তম জাতীয় সমাজসেবা দিবস। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ উদযাপন ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। সাংবিধানিক সে অঙ্গীকারকে সামনে রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের দুস্থ, অসহায়, অনগ্রসর, প্রান্তিক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যা বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কাজ করছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সকল সেবা ডিজিটাইজেশনের ফলে সহজে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য সেবা সহায়তার পাশাপাশি দেশের অসহায় দুস্থ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯; বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮; শিশু আইন, ২০১৩ ও শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩; ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ উল্লেখযোগ্য। পরিত্যক্ত শিশু সুরক্ষা আইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে; সে সাথে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং প্রবেশন ও আফটার কেয়ার আইন যুগোপযোগী করার কাজ চলমান রয়েছে।

জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ উদযাপনের মাধ্যমে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ও উৎসাহী ব্যক্তিগণ জনকল্যাণকর কাজে উজ্জীবিত হবেন। আমি জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ও দিবসটি উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুজ্জামান আহমেদ

**প্রতিমন্ত্রী**
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- ১০০০

# বাণী

২ জানুয়ারি ২৪তম জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩। 'উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাত ধরে বর্তমানে স্মার্ট ও আধুনিক সমাজসেবা অধিদপ্তরের পথচলা শুরু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একটি পরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করার জন্য ২০১৫ সালে 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র' প্রণয়ন করা হয়েছে। কৌশলটি অত্যন্ত দরিদ্র এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পাঁচটি জীবনচক্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। প্রতিটি জীবনচক্রের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের জীবনচক্র পদ্ধতি মানব উন্নয়ন, কাজের সুযোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এই কৌশলপত্রের মাধ্যমে ১২০টি চলমান কর্মসূচিকে এক ছাতার নিচে আনা হয়েছে। 'লাইফ সাইকেল' কৌশল প্রণয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর তথা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। 'লাইফ সাইকেল' কৌশল ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর অত্যন্ত দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রশস্ত করতে বয়স্ক ভাতা,বিধবা ও স্বামী নিগ্রহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৫৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের দুস্থ, অসহায়, অনগ্রসর, প্রান্তিক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিতদের পাশাপাশি আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের নিমিত্ত কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতার নিকট পৌছে দিতে কাজ করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদপ্তর। বিভিন্ন সেবা প্রদানের পাশাপাশি দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণেও কাজ করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি, শিশু, প্রতিবন্ধী ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করা করেছে। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে।

২০২০ ও ২০২১ সালে জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্তদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ উদযাপন ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি.

রাশেদ খান মেনন, এমপি
সভাপতি
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ


# বাণী

আজ ২ জানুয়ারি, জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও প্রথম বারের মতো জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ বারের দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। তিনি দুস্থ ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম প্রচলন করে বঙ্গবন্ধু দেশে ও সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার তৃণমূলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার মধ্যে বিভিন্ন ভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবাসন ও ভরণ-পোষণসহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত অন্যতম। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের দুস্থ, অসহায় অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি ০৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭২ জন ভাতাভোগীকে জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। পিতৃমাতৃ হীন বা পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে তরুণদের উপযুক্ত মানবসম্পদ ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২০ ও ২০২১ সালে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান পদক পেয়েছেন আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই।

আমার বিশ্বাস সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উজ্জীবিত করতে জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং দিবসটি উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। আমি জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রাশেদ খান মেনন এমপি

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

# বাণী

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়- এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে দেশব্যাপী আজ উদযাপিত ২৪তম জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদানের কর্মসূচিকে আমি স্বাগত জানাই। ২০২০ ও ২০২১ সালে জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত গুণিজনদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

১৯৯৯ সালে বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির গুরুত্ব জাতির সামনে তুলে ধরা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে ২ জানুয়ারিকে জাতীয় সমাজসেবা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেন। তাঁর লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। বঙ্গবন্ধু গরিব-দুঃখী মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ চালু করেন। বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে বয়স্ক ভাতার প্রচলন করেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া/অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করছে। এ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়নে সামাজিক সুরক্ষায় ভাতা ও উপবৃত্তি; সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবাসন ও ভরণ-পোষণসহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; শিশু সুরক্ষা; দেশের দরিদ্র, দুস্থ, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ক্যাপিটেশন গ্রান্ট ইত্যাদি দক্ষতা, সুনাম ও সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় চলতি অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৫৭ লক্ষ ১ হাজার জনকে বয়স্ক ভাতা, ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা ও ১ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করছে। চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি ৮ লক্ষ দরিদ্র মানুষ এ সুবিধা পাচ্ছে। সেবা গ্রহীতাদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য শতভাগ ভাতাভোগীর অর্থ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির লক্ষ্য অর্জনেও সরকার বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম অঙ্গীকার 'ষবধাব হড় ড়হব নবযরহফ' অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের স্রোতধারায় সকলকে সম্পৃক্ত করতে কাজ করছে। সীমিত জনবল ও সম্পদের ব্যবহার করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাঁদের পেশাগত এবং নাগরিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

আমি সমাজসেবা দিবস-২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং পর্দার অন্তরালে যারা পরিশ্রম করেছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

# আহ্বায়কের কথা

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উপলক্ষ্যে 'সেবাকথন' শিরোনামে একটি তথ্যবহুল স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের কাজের ব্যাপ্তি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিস্তৃত, যার শুরু হয় পিতৃ-মাতৃ ও পরিচয়বিহীন শিশু থেকে এবং শেষ হয় বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনচক্রের সকল পর্যায়ের সেবাগ্রহিতা জনগোষ্ঠীকে ২১৩ টি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যামূলক সেবাপ্রদানের মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না'– এ লক্ষ্যকে ধারন করে সমাজের দুস্থ, প্রবীণ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর-বেদে, হিজড়া জনগোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া সকলকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে প্রয়োজনীয় ভাতা এখন মোবাইলে অর্থাৎ G2P পদ্ধতিতে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ১৫টি কর্মসূচি যথা- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সরকারি শিশু পরিবারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি, চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প (ফেইজ-২), হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার-সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, বাস্তবায়ন করছে। এজন্য ১ কোটি ৮ লক্ষ উপকারভোগীর বিপরীতে বাজেটে ৮ হাজার ২১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে যৌথভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আইনী সহায়তা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তরকে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কবি কাজী নজরুলের ভাষায়–

আরতির থালা আর তসবির মালা
আসিবে না কোনো কাজে,
মানুষের সেবা মানুষ করিবে
আর সব কিছু বাজে

উপর্যুক্ত অমিয় বাণীকে ধারণ করে সমাজসেবার ব্রত নিয়ে কাজ করা সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিটি কর্মকর্তা ও কমর্চারি হয়ে উঠেন একেকজন সমাজকর্মী।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বর্ণিত কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত, সাফল্যগাঁথা, প্রতিষ্ঠানের শিশুদের লেখা গল্প, কবিতা ও হাতে আঁকা ছবি স্মরণিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশনাটিতে লেখা ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা প্রকাশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক (গ্রেড ১) মহোদয় মূল্যবান বাণী, লেখা ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যমন্ডিত করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্মরণিকা প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী
যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)
সমাজসেবা অধিদপ্তর

# সূচি

১. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন: সমাজ হোক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ● অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত ॥ ২১
২. স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় সমাজসেবা অধিদপ্তর ● ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল ॥ ২৪
৩. বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রসারে সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম শিক্ষার ভূমিকা ● ড. মো. রবিউল ইসলাম ॥ ৩১
৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার গঠন ও কার্যাবলি ● সৈয়দ মেহদী হাসান ॥ ৩৩
৪. শিশু সুরক্ষায় শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনকেন্দ্রের ভূমিকা ● সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির ॥ ৪১
৫. সমাজসেবা অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ● মোহা: কামরুজ্জামান ॥ ৪৩
৬. ডিজিটাল সেবা গ্রহণে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও ● ভাস্কর ভট্টাচায ॥ ৪৭
৭. সমতার লড়াই ● জয়া সিকদার ॥ ৪৯
৮. নারীর অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও জাতীয় উৎপাদন ● মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ ॥ ৫০
৯. ২০২০ ও ২০২১ সালে জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ॥ ৫২
১০. ফটো গ্যালারি ॥ ৫৫
১১. চিত্র গ্যালারি ॥ ৫৮
১২. কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন যারা ॥ ৬১

## বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন: সমাজ হোক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত

**অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। তিনি দুস্থ ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। এমনকি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পূর্নাঙ্গ প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৭২ সালে, বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সরকারের অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৫ সালে দেশে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৬১ সালে সমাজসেবা পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। ষাটের দশকে সৃষ্টিকৃত পরিদপ্তরটিই আজ স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তরে উন্নীত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে সরকারের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর পথিকৃত হিসেবে স্বীকৃত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি ইত্যাদি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তরের ভূমিকা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১৩ সালে শিশু আইন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইনসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে আসছে। তাঁর দেখানো পথ ধরে সরকার দেশের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। উচ্চতর পড়াশোনার সূত্রে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অডেসা, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যে সমাজসেবার বিষয়গুলো আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তাদের তুলনায় বাংলাদেশের সমাজসেবা খাত অনেক বেশি প্রশংসনীয় কাজ করছে। শিশু-কিশোর, দুস্থ, দরিদ্র, এতিম, বিপন্ন শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সরকার আর্থিক সেবা প্রদান করছে। সম্প্রতি গৃহহীন জনগণকে গৃহ প্রদান জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মানবতাবাদী দার্শনিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ। বীর নিবাস অসহায় মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের জন্য এক যুগান্তকারী ব্যতিক্রম ঘটনা। তিনি ১৯৯৯ সালে ২ জানুয়ারিকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে সরকারের সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' পালিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ কোটি জনগণকে আগলে রেখেছেন বটবৃক্ষের ছায়ায়। সুতরাং মাতৃসম প্রধানমন্ত্রীকে দেশের সকল মানুষের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম প্রচলন করে বঙ্গবন্ধু দেশে ও সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রতিবন্ধী, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে সামাজিক সুরক্ষাভুক্ত বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি অব্যাহতভাবে সম্প্রসারণ করছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় বিগত দিনের তুলনায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। প্রান্তিক ও মূলধারা থেকে ছিটকে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সব আইন সংশোধনের মাধ্যমে আধুনিক করেছে। প্রান্তিক মানুষদের কাছে সরকারি ভাতা ও আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিতে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত নাগরিকদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও ই-পেমেন্টের মাধ্যমে তাদের কাছে সরাসরি অর্থ পৌঁছে যাচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান ও এতিম শিশুদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছে সরকার।

দেশের সমাজসেবা খাতে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রায় সোয়া কোটি মানুষকে সরাসরি ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। বহুমাত্রিক দার্শনিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেভাবে দেশকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছেন, মাদার অব হিউমিনিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা ফিরিয়ে এনেছেন। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে যে তিনি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে চলেছেন। করোনাভাইরাসের মহামারির ধাক্কা সামলে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেওয়া সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ কয়েক গুণ বেড়েছে। প্রায় সোয়া কোটি লোক সরাসরি ভাতা এবং প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ পরোক্ষভাবে সেবা পাচ্ছে। এ খাতের অগ্রগতি ও সাফল্য অব্যাহত রাখার জন্য সবাইকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মানবসম্পদে পরিণত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃত দরিদ্ররা যেন সরকারের এসব কর্মসূচির সুফল ভোগ করতে পারেন সেটাই সরকারের লক্ষ্য। আমার জানা মতে, সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের এক হাজারের অধিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ৫৪টি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নব আশা, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুদান।

আমি প্রধানমন্ত্রীর সমাজসেবা বিষয়ক কয়েকটি প্রসঙ্গ তুলে ধরতে চাই। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালু একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে প্রতি মাসে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৩০ হাজার, যুদ্ধাহত পরিবার ২৫ হাজার, ৭ বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবার ৩৫ হাজার, বীর উত্তম খেতাবধারীরা ২৫ হাজার, বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্তরা ২০ হাজার এবং বীর প্রতীক খেতাবধারীরা ১৫ হাজার টাকা করে সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কিছু করা সরকারের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৩ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকা। সেই হিসাবে চলতি অর্থবছরে তাঁদের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে।

১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য স্থির হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৭ লাখ ১ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। বয়স্ক ভাতা প্রদান পদ্ধতিটি সম্পূর্ণভাবে আধুনিকায়ন হয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের নির্বাচন করা থেকে টাকা হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি আধুনিকায়ন হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বয়স্ক ভাতার প্রকল্পটি খুবই ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন। বয়স্ক ভাতা চালু করা সরকারের বিশাল একটি উদ্যোগ এবং এটা যদি ভালো করে ব্যবস্থাপনা করা যায়, তাহলে সরকারেরই লাভ। যাঁরা বয়স্ক এবং চলাফেরা করতে পারেন না বা পঙ্গু এমন বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বয়স্ক ভাতা আরও সহজলভ্য করতে হবে। আমি মনে করি, বয়স্ক নাগরিকদের ভাতা দেওয়ার বিষয়টি দানখয়রাত হিসেবে না দেখে তাঁদের অধিকার হিসেবে দেখা উচিত। বয়স্ক ভাতা যাতে সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়, এ ব্যাপারে সঠিক নজরদারি বজায় রাখতে হবে। এ ছাড়া বয়স্ক ব্যক্তিদের সংগঠিত করে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে বৈষম্য কমানো সম্ভব।

আমার পেশাগত ও শিক্ষকতা জীবনে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে কাজ করেছি। ট্রেজারার ও উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি দেখেছি বহু সেবা-প্রত্যাশী দরিদ্র মানুষ দেশের হাসপাতালগুলোতে ভিড় জমায়। হাসপাতালে সমাজসেবা কার্যালয় রয়েছে। এ দপ্তর বহু মানুষকে বিনামূল্যে সেবা, ওষুধ প্রদান করে থাকেন। সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে সমাজসেবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। এর বাইরে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ক্যানসার, কিডনি, লিভার, সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোটার অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হচ্ছে। সমাজকর্মীদের

দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দেশের ৩৬ লাখ প্রতিবন্ধীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা-থেরাপি এবং প্রায় ২৪ হাজার নাগরিককে সহায়ক উপকরণ দেওয়া হয়েছে। অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে কাউন্সেলিং দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে তারিখে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই বছর ২০ মে তারিখে এলাকাটি পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তখন ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙন কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। 'দেশে একজন মানুষও গৃহহীন, ভূমিহীন থাকবে না'– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে দেশের ৪৯২টি উপজেলার ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৪৫ জন মানুষ নিজের ঠিকানা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দল-মত নির্বিশেষে বাংলাদেশে কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না।' ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে গৃহীত এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে পুনর্বাসনের আওতায় আসা মানুষ যাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, সেজন্যও যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। পুনর্বাসিত পরিবারগুলো যদি তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে তা দেশের সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামীতে দেশে ঝড়-বৃষ্টি– বন্যা-এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা আরও বাড়বে। কাজেই আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলো যাতে টেকসই হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রতিটি পেশাজীবী মানুষ সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি তার পেশায় সততা, দক্ষতা, কর্ম-উদ্দীপনার মাধ্যমে দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে পারেন। আমরা যেন ভুলে না যাই, দেশের স্বাধীনতার জন্য বহু রক্তক্ষয় হয়েছে। নাগরিক হিসেবে আমরা যেন সব সময় জাতির পিতার কর্ম-উদ্দীপনার কথা মনে রাখি। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলস কাজ করছেন। শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেশি বেশি কাজ লাগাতে হবে। আমরা সবাই মিলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ নির্মাণ করব, এই হোক সমাজসেবা দিবসের অঙ্গীকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, "তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে কাজ করছেন"। আমি বলব, যিনি জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন, তিনি নিজেও স্বপ্ন দেখেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

লেখক : অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও সংসদ সদস্য।

# স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় সমাজসেবা অধিদপ্তর

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে দেশব্যাপী শুধু ধ্বংসস্তূপ, বিরাজমান বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যুদ্ধাহত, পঙ্গুত্ববরণকারীসহ আপামর জনতার কান্ডারিরূপে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আবারও অগ্রপথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

## ১.০ দারিদ্র্য বিমোচন ও শোষণমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়

দারিদ্র্য বিমোচন ও শোষণমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ-শিশুদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু অধ্যাদেশ, ১৯৭২ জারি; বাংলাদেশে 'SOS শিশু পল্লী' স্থাপনে চুক্তি সম্পাদন, অনাথ শিশুদের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় দত্তক প্রদান প্রকল্প গ্রহণ, বীরাঙ্গনা নারীদের পুনর্বাসনে ইস্কাটন গার্ডেন রোডে অবস্থিত তৎকালীন সমাজকল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী পুনর্বাসন বোর্ড স্থাপন, এতিম শিশু ও দুস্থ নারীদের জন্য প্রতিটি ১০০ আসন বিশিষ্ট ৫৬টি কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন সেন্টার (CPC) স্থাপন করেন যা বর্তমানে 'সরকারি শিশু পরিবার' হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী, হতভাগ্য ও অসহায় জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতায় আনয়নের জন্য তিনি দূরদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেন। ১৯৭৩ সালে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়, সমাজকল্যাণ বিভাগে গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা স্থাপন, কুটিরশিল্পের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য ঢাকার মিরপুর এবং রংপুরের শালবনে স্থাপন করা হয় আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন, ৪৭টি বিদ্যালয়ে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন, পল্লী পরিবার ও শিশু কল্যাণ কার্যক্রম চালুকরণ, পল্লীকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি, ভিক্ষুক পুনর্বাসনে আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ, শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে পৃথক কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠার সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ ও সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজকল্যাণ বিভাগে রূপান্তর করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের পথিকৃৎ হিসাবে পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমের শুভসূচনা করেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধান) ১৯৭৫, বিধিমালা প্রণীত হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীবান্ধব পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) স্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন থেকে শুরু করে শাহাদাতবরণের পূর্ব পর্যন্ত ০৩ বছর ০৭ মাস ০৫ দিন সময় পেলেও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবদ্দশায় ৫৩টি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়।

## ১.১ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রযাত্রা শুরু

কাল পরিক্রমায় ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতির পিতার রেখে যাওয়া সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও বলিষ্ঠ স্বকীয় নেতৃত্বের দ্বারা দুস্থ, দরিদ্র্য, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনী তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক জুতসই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুরু হয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রযাত্রা। উপযুক্ত 'পল্লী সমাজসেবা' ও 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র'সহ বর্তমানে 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' এবং 'দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম'সহ মোট ৪টি দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম চলমান। এ সকল কার্যক্রমের আওতায় শতকরা ৫ ভাগ সার্ভিস-চার্জের বিনিময়ে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তহবিলের মোট ৮২৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধক কাজে লাগিয়ে এযাবৎ ৬১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৯২টি পরিবারকে সমাজের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চতুর্থ

শিল্পবিপ্লব মোকাবেলা করার নিমিত্ত ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

মানব জীবনচক্র পরিক্রমায় প্রথমেই আসে শৈশব। তাই জীবনচক্রের ক্রমানুসারে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক নিরাপত্তা, কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বিষয়ক।

## ২.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

### ২.১ ছোটমনি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তর শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ২১৩টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবিদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, সেবাযত্ন, চিকিৎসাসহ লালন– পালনের জন্য দেশের বিভাগীয় শহরে প্রতিটি ১০০ আসনবিশিষ্ট ৬টি ছোটমণি নিবাস রয়েছে। বয়সভেদে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছোটমনি নিবাসগুলোতে বর্তমানে ১৩৮ জন নিবাসী অবস্থান করছে।

### ২.২ সরকারি শিশু পরিবার

অনাথ শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ– ভালবাসা ও যত্নের সাথে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে বালকদের জন্য ৪৩টি, বালিকাদের জন্য ৪১টি এবং বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানসহ ৮৫টি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। এসব শিশু পরিবারে মোট আসনসংখ্যা ১০,৩০০টি, বর্তমানে ৭২৮৭ জন নিবাসী অবস্থান করছে। শিশু পরিবারগুলোতে ৬-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতিটি শিশু পরিবারে প্রবীণদের জন্য ১০টি স্বতন্ত্র আসন নির্ধারিত থাকায় আগ্রহী ৮৫০ জন প্রবীণ নাগরিকও শিশুদের সঙ্গলাভে পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করতে পারেন।

### ২.৩ দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৩৫৩ জন নিবাসী অবস্থান করছে; এ কেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ৭৫০ জন।

### ২.৪ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এতিম ও প্রতিবন্ধীদের যুগোপোযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রতিটি ১০০ আসন বিশিষ্ট ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

### ২.৫ প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

শিশু পরিবারের শিশুদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে ৫টি প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ কেন্দ্রসমূহে ৯৪ জন শিশুকে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজেল মেকানিজম, সাধারণ ফিটার্স, ওয়েল্ডিং, কাঠের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ কারিগর দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

### ২.৬ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদপ্তর "শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র" নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। "শেখ হাসিনার হাতটি ধরে, পথের শিশু যাবে ঘরে" এই প্রত্যয়ে সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা

মতে এতিম, অসহায়-প্রতিবন্ধী, অবহেলা ও সহিংসতার শিকার, পাচার থেকে উদ্ধারকৃত, হারিয়ে যাওয়া ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের তাৎক্ষণিক আশ্রয়, লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ২০০৯ সালে চালুকৃত সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন অ্যাট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৬ তে সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার আদলে বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রসমূহ যথাক্রমে গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত। প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক ভবনে সর্বোচ্চ ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর আবাসন সুবিধা রয়েছে। কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে পথশিশুসহ ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা (খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/বিকল্প জীবিকায়নের মাধ্যমে তাদের পুনঃএকত্রকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়।

## ২.৭ বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

মুক ও বধিরদের জন্য ১০০ আসনবিশিষ্ট ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ২৭২ জন মুক ও বধির শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

## ২.৮ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বরিশালে ১১০ আসনবিশিষ্ট একটি বিদ্যালয়ে ৫১ জন শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য করা হচ্ছে।

## ২.৯ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

দেশের ৬৪টি জেলায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যার অনুমোদিত আসন সংখ্যা মোট ৬৪০টি। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৪২ জন।

## ২.১০ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক্-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্তির পর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪০০০ টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বয়স্ক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে টঙ্গীতে ৫০টি আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

## ২.১১ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে ৭৫ আসন বিশিষ্ট মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নিবাসীর সংখ্যা ১৮৮ জন। এ প্রতিষ্ঠানে শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ফিজিওথেরাপি, স্পিচথেরাপি ও সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।

## ২.১২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন অপরাধ বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুদের উন্নয়নের জন্য ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে যার একটি মেয়েদের জন্য। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোর মোট আসনসংখ্যা ৬০০টি হলেও বর্তমানে ১২২৩ জন শিশু কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান করছে। একইভাবে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদের কারাগারের বাইরে নিরাপদে রাখার জন্য ৬টি মহিলা ও শিশু-

কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে মোট আসনসংখ্যা ৩০০টির মধ্যে বর্তমানে ৪৫০ জন অবস্থান করছে। এছাড়া অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় জড়িত মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি 'সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' রয়েছে। যার আসনসংখ্যা ৬০০টি। এখানে বর্তমানে ১৪২ জন অবস্থান করছেন।

## ২.১৩ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য মিরপুর, ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রতে' ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (BSED) ডিগ্রিসহ মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (MSED) ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে।

## ২.১৪ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট

দেশের এতিম ও অনাথ শিশুদের কল্যাণে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত এতিমখানার মধ্যে কমপক্ষে ৫০% থেকে বিশেষ বিবেচনায় ১০০% নিবাসীদেরকে মাথাপিছু মাসিক ২,০০০ টাকা হারে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। বর্তমানে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা ৪০৬১টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ২৮০ কোটি টাকা এবং কমবেশি উপকারভোগী নিবাসীর সংখ্যা ১,১৬,৬৬৬ জন।

## ২.১৫ চাইল্ড হেল্প লাইন

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের দিন থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ-এর সহায়তায় 'চাইল্ড হেল্প লাইন-১০৯৮' সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবৎ ৯,৩৮,০২০ জন শিশুকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে; এমনকি এ সেবার মাধ্যমে ৩৬৪৪ জন শিশুর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

## ৩.০ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

সমাজসেবা অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্যক্রমের সঠিক তদারকি জোরদারকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় স্থাপন, প্রশাসনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি ও জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স কোর্স সম্পন্ন হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ডিজিটাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সমাজসেবা অধিদপ্তর তৃতীয় জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯– এ শ্রেষ্ঠ সরকারি দপ্তর হিসেবে পুরস্কার লাভ করে।

## ৪.০ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

## ৪.১ বয়স্ক ভাতা

দেশে প্রথম বয়স্ক ভাতা প্রচলনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্ক ভাতা' কর্মসূচির মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ৩ মাসের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুর সময় বাজেট ছিল ১২.৫০ কোটি টাকা, যা বর্তমানে ৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বাজেট বৃদ্ধির হার ২৭৫ গুণ। দেশের ৫৭.০১ লক্ষ বয়স্ক উপকার ভোগীর ভাতা Government to Person (G2P) পদ্ধতিতে ভোগান্তি ছাড়াই অল্প সময়ে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকার ভাতাভোগী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বিশ্বে ১৪৪টি এমন দেশ আছে তাদের প্রতিটি দেশের পৃথক জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

### ৪.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ নারীদের দুর্দশা লাঘবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রবর্তন করেন ১৯৯৮ সালে। প্রথম বছর ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান শুরু করা হলেও চলতি অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জনে উন্নীত হওয়ায় পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.১৪ গুন। শুরুতে বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৯৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের পরিমাণও বেড়েছে ৩৭০.৯৭ গুণ।

### ৪.৩ প্রতিবন্ধী ভাতা

সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি গ্রহণ করে। শুরুতে ১.০৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমান ৮৫০ টাকা হারে ২৩.৬৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী এ ভাতাভোগীর আওতাভুক্ত। সূচনাতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, যা বর্তমানে ১০ গুণেরও অধিক বেড়ে ২,৪২৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

### ৪.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম সহজ করতে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি গৃহীত হয়। শুরুতে ১২ হাজার ২০৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,৩০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সোপানে ১ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছেন। প্রথমদিকে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি টাকা, যা বর্তমানে ১৯.১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হয়েছে।

### ৪.৫ হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ

সমাজের পিছিয়ে পড়া সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে কাজ করে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এরই ধারাবাহিকতা হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর ২,৬০০ জন ভাতাভোগী হিসাবে ১২২৫ জন শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৯৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে চলতি অর্থবছরে ৫০৬৬ জন বয়স্ক/বিশেষ ভাতা, ৩৯৯৮ জন শিক্ষা উপবৃত্তি, ২৫০ জন প্রশিক্ষণ এবং ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে চলতি অর্থবছরে ২১,৯০৩ জনকে উপবৃত্তি, ৪৫,২৫০ জনকে ভাতা, ১,২১০ জনকে প্রশিক্ষণ ও ১,০০০ জনের প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

### ৪.৬ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সহায়তা

ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারকে চিকিৎসা ব্যয় বহনে আর্থিক সহায়তা করা এবং রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জনপ্রতি একই অর্থবছরের এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে প্রদানের নিমিত্ত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম বছরে বরাদ্দ ছিল ২.৮২ কোটি টাকা, বর্তমানে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ কোটি টাকায় এবং শুরুতে উপকারভোগী ছিল ৫৬১ জন, যা চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার জনে উন্নীত হয়েছে।

### ৪.৭ ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন

সরকার ভিক্ষাবৃত্তির মতো অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' নামে কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ যাবৎ ১৪,৭০৭ জন ভিক্ষুককে

পুনর্বাসন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার ৫০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ও ভবঘুরে ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান ৬টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ইতোমধ্যে ২টি পৃথক শেড নির্মিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টির নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

## ৫.০ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

### ৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের 'রোগী কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে হাসপাতালে আগত গরিব, অসহায় ও দুস্থ রোগীদের ঔষধ, রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, হুইল চেয়ার ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রীর মাধ্যমে রোগীদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক  সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ঢাকা মহানগরীসহ  জেলা পর্যায় ১০৮টি ও সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স ৪২০টিসহ  সর্বমোট ৫২৮টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট উপকৃত রোগীর সংখ্যা: ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৭৭ জন। শুরু হতে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত  আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে সহায়তাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৫৭ জন।

### ৫.২ প্রবেশন কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর The Probation of Offenders Ordinance, ১৯৬০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলা এবং মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ৬টিসহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল) সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রবেশনারের সংখ্যা ৬৪৬৩ জন, ডাইভারশনপ্রাপ্ত শিশু রয়েছে ১১৪১ জন এবং অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ট্রেডের মাধ্যমে ২০০১ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

### ৫.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করে থাকে। নিবন্ধিত সংস্থাগুলো ১৫টি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে দেশব্যাপী ৬৪ জেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৬৮,৮৯৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধিত হয়ে সমাজসেবার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

### ৫.৪ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ

বর্তমানে দেশে প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটি ৫৩ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশের অধিক। সেজন্য সরকার ইতোমধ্যে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সুরক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন, ২০১৪ সালে প্রবীণ ব্যক্তিদের 'সিনিয়র সিটিজেন' হিসেবে ঘোষণা, প্রতিটি শিশু পরিবারে প্রবীণদের জন্য ১০টি স্বতন্ত্র আসন নির্ধারিত থাকায় আগ্রহী ৮৫০ জন প্রবীণ নাগরিকও শিশুদের সঙ্গলাভে পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া ৮ বিভাগে প্রবীণদের জন্য ৮টি শান্তি নিবাস স্থাপনের জন্য নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

## ৬.০ পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ

### ৬.১ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজের দুস্থ, অসহায়, এতিম, বেকার, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা, অবহেলিত অনগ্রসর, হতদরিদ্র, পশ্চাদপদ, অনগ্রসর সক্ষম মহিলা, সামাজিক নিরাপত্তার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করণের নিমিত্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী ও বাস্তবসম্মত উপার্জন উপযোগী

প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ২০-৮০% এবং ৪০-৬০% অনুপাতে উদ্যোগী সংস্থা ও সরকারি সহায়তায় বিশেষায়িত হাসপাতাল ও সেবা কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৯টি প্রকল্প ও একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

## ৬.২ জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ২২টির মধ্যে ১৭টি জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

## ৬.৩ CTM প্রকল্প

ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৬৫০ জন সমাজকর্মীকে আধুনিক ট্যাব এবং ৫৭০টি মোটর সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

## ৬.৪ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক 'বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবী যথা: কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য, কাঁসা-পিতল সামগ্রী, মুচি, বাদ্যযন্ত্র, বাদক, নকশিকাঁথা, শীতলপাটি-শতরঞ্জি তৈরির এ ধরনের সনাতন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হারিয়ে যেতে বসেছে এমন পেশাজীবী ২৬,৩৪৩ জনকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২০,২১৬ জনকে ১৮,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা হয়েছে। চা শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও চা-শ্রমিকদের জীবনমানে তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় ৫০ হাজার শ্রমিককে বছরে একবার এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

## ৭.০ মানবকল্যাণ পদক

ডিজিটাল সেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অভিগম্যতা নিশ্চিত করনার্থে সমাজসেবার গৃহিত কার্যক্রম সমুহ দুর্বার গতিতে চলমান রয়েছে। মানবকল্যাণে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তি ও সংগঠনকে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ২০২০ সালে পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সে অনুযায়ী এ বছরই প্রথম সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০২০ এবং ২০২১ সালে গৌরবোজ্জল ভূমিকা রাখার জন্য মানবকল্যাণ পদকে প্রদান করা হচ্ছে।

পূর্বাপর কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনায় সতত সুস্পষ্ট যে, সরকার প্রবর্তিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নিয়ামকসমূহ প্রতিবছরই স্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রতিনিয়ত সমাজে বসবাসকারী উপকারভোগীর সংখ্যা ও অন্তর্ভুক্তির পরিসর বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত এবং অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসরমান। এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেই স্মার্ট সমাজসেবার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠা সময়ের ব্যাপারমাত্র; তাই শীতসায়াহ্নে বসন্তের সমীরণের অপেক্ষায় কর্মসম্পাদনে আরও নিবেদিত প্রাণ হওয়া আবশ্যক।

## তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি


১. বার্ষিক প্রতিবেদন, সমাজকল্যাণ বিভাগ, ১৯৭৬-৮০।
২. khan nurul islam, social welfare in bangladesh, department of social welfare, july, ১৯৭৮।
৩. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৪. গ্রামীণ সমাজ উন্নয়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির গতিধারা, সমাজকল্যাণ বিভাগ, ১৯৭৯।
৫. সমাজকল্যাণ ৭ম বর্ষ, ৯ম বর্ষ/১ম ত্রৈমাসিক সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৫, ১৯৮৭।
৬. স্মরণিকা ১৯৯৭, ১৯৯৯।
৭. বঙ্গবন্ধুর দিনলিপি, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, অনন্যা পাবলিকেশন, ২০১৮।
৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ ১৯৭৩ পৃষ্ঠা: ১।
৯. দৈনিক সংবাদ, ১৮ মার্চ ১৯৭৫।
১০. ২০২২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু স্মরণিকা।



লেখক: ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

# বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রসারে সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম শিক্ষার ভূমিকা

**ড. মো. রবিউল ইসলাম**

বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ও সমাজসেবা কার্যক্রম একই সূত্রে গাঁথা এবং এদের যাত্রা ও বিকাশ বেশি দিনের নয়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর লক্ষ লক্ষ জনগণ উদ্বাস্তু হয়ে ভারত থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চারটি বড় শহর যেমন– ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ভারত বিভক্তির ফলে বাংলাদেশ তথা পূর্বপাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নানাবিধ সমস্যা যা বিদ্যমান সম্পদ ও সেবা দ্বারা মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের নিকট এ সকল সমস্যা মোকাবেলার জন্য আবেদন করেন। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে Lucky and Mr. Dumpson-এর নেতৃত্বে প্রথম বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে আসেন এবং গভীর পর্যবেক্ষণ ও মাঠ জরিপের ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে Urban Community Development Project (UCDP) কার্যক্রম চালু হয় যা বর্তমানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম নামে পরিচিত। এ কর্মসূচীর ব্যাপক সফলতার ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকায় ৩ মাসব্যাপী সমাজকর্ম বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল পেশাগত সমাজকর্মী তৈরি করা এবং সমাজসেবা কার্যক্রমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে তৎকালীন বর্ধমান হাউজ তথা বর্তমান বাংলা একাডেমিতে Dr. Shawky এবং Miss Anama Toll-এর নেতৃত্বে ৬ মাসব্যাপী আরেকটি সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমকে তত্ত্বাবধান ও গতিশীল করার জন্য সরকার ১৯৫৫ সালে National Council of Social Welfare গঠন করেন।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও পেশাদার জনবল তৈরির লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে Arthur W. Dunning– এর নেতৃত্বে জাতিসংঘের অর্থায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে College of Social Welfare and Research Centre স্থাপিত হয় এবং দুই বছরের এমএ কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে College of Social Welfare and Research Centre কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আত্তীকরণ করা হয় এবং Institute of Social Welfare and Research (ISWR) নামে নতুন নামকরণ করা হয়। বর্তমানে ৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২১টি কলেজে সমাজকর্মের উপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

স্বাধীনতালাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পল্লী এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' চালু হয়। এ কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ। উল্লেখ্য যে, আরএসএস এর ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি দেশের সবচেয়ে পুরানো ও প্রথম ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি। গ্রামীণ ব্যাংককে ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা বলা হলেও এ দেশে আরএসএস কার্যক্রমই ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির মডেল।

কল্যাণ রাষ্ট্রের একটি অন্যতম উপাদান হলো জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান। বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) বাস্তবায়নসহ অনান্য কল্যাণমুখী কর্মসূচির বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশব্যাপী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রমসহ শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা ও দুস্থ-অসহায় নারীদের সুরক্ষা এবং প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে দপ্তরটি। এসডিজির লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর ৯টি লক্ষ্য

বাস্তবায়ন সরাসরি সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। কাজেই এসডিজি-র লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর তথা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব নিতে হবে।

বর্তমানে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ভাতা ভোগ করছে যা জি২পি পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ডিজিটাল ভাতা প্রদান সমাজসেবা অধিদপ্তরের এক বিশাল অর্জন। সমাজসেবা কার্যক্রমের গুনগতমান বৃদ্ধি ও ফলপ্রসূ করার জন্য সমাজসেবা কার্যক্রমের জনবল নিয়োগে সমাজকর্ম শিক্ষায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের প্রাধান্য দেয়া দরকার। সমাজকর্ম হলো একটি অনুশীলনভিত্তিক পেশা এবং একাডেমিক বিষয় যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন, উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি, মানুষের ক্ষমতায়ন, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। সমাজকর্মের ডিগ্রি অর্জনের জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তিন মাসব্যাপী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় পদাধিকারবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী গঠিত সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব গভার্নেন্স-এর একজন সম্মানিত প্রতিনিধি। বাংলাদেশে সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন- সমাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ভুল ধারণা, দেশজ জ্ঞানের অভাব, সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি না থাকা, দক্ষ জনবলের অভাব এবং সমাজসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার অভাব। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সমাজসেবা কার্যক্রমের গুনগতমান বৃদ্ধি ও কার্যকরী করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমাজকর্ম শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, পদ সৃজন এবং সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম গ্র্যাজুয়েটদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। সমাজসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোসহ কর্মকর্তাদের এন-ক্যাডারমেন্ট ও স্কেল আপ-গ্রেডেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আজ সময়ের দাবি।

লেখক: ড. মো. রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিল্পীঃ সুমাইয়া আক্তার, ৩য় শ্রেনী, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুর
শিল্পী একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

# সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার গঠন ও কার্যাবলি

সৈয়দ মেহদী হাসান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নেব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করতে এ মন্ত্রণালয় হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে সরকারি সমাজসেবামূলক কাজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমানের বাংলাদেশে উদ্ভূত জটিল শরণার্থী সঙ্কট, দেশের অভ্যন্তরে হঠাৎ উপস্থিত বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা জরুরি হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন [বর্তমান শহর সমাজসেবা] প্রকল্প চালু করা হয়। দেশে উপস্থিত সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত, পুষ্ট ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সরকারি রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম '১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত' চালু করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডগুলো একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণয়ন করা হয় 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ'। এরপর ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে।

স্বাধীনতাউত্তর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। এবছরেই হাতে নেয়া হয় যুগান্তকারী 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' যেখানে সর্বপ্রথম চালু করা হয় দেশের 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রকল্প। ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর' নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ানের অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট –এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে গঠিত হয় যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ –এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন

ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা হিসেবে ন্যস্ত করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তর করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে। পরবর্তীতে এই ট্রাস্টের কাছে 'মৈত্রী শিল্প' কারখানা হস্তান্তর করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়।

এছাড়াও এরমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল এ্যাক্ট ২০১৮ ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এবং এতদসংশ্লিষ্ট দুইটি বিধিমালা প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য।

সমাজসেবা অধিদফতর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমস্যাগ্রস্থ প্রবীণ ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও দুস্থ শিশু, অসহায় দরিদ্র রোগী, আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যক্তি, সামাজিক অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও নারী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং লাগসই সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। একই সাথে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, পেশাজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

## ১.১ রূপকল্প (Vision)

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

## ১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

## ১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

এ মন্ত্রণালয়ের ৪টি অনুবিভাগ, ৯টি অধিশাখা ও ২০টি শাখা রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গ্রেডের ১২৯টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সচিব, ৪ জন অতিরিক্ত সচিব, ৪ জন যুগ্মসচিব, ৭ জন উপসচিব, ৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ১ জন তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং ১জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদবির কর্মচারী কর্মরত।

## ১.৪ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলির কার্যতালিকা (Allocation of Busness)

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;

২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা;

৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;

৪. শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;

৫. বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা;

৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ এবং শিশু আইন;

৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;

৯. ভবঘুরে আইন, ভবঘুরে এবং দুস্থ আশ্রয়কেন্দ্র এবং এতিমখানা প্রশাসন;

১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

১১. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম;

১২. প্রবেশন, প্যারোল এবং কারামুক্ত কয়েদিদের আফটার কেয়ার;

১৩. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি;

১৪. জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণকার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/বৈদেশিক সংস্থা সংক্রান্ত;

১৫. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ, এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি;

১৬. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যেকোনো বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;

১৭. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

১৮. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যেকোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

## ১.৫ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

| ক্রমিক | কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম | ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট | উপকারভোগীর সংখ্যা (২০২১-২২) | ভাতার পরিমাণ (মাসিক জনপ্রতি) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বয়স্ক ভাতা (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) | ৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা | ৫৭.০১ লক্ষ | ৫০০ টাকা | এজেন্ট ব্যাংকিং এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২১টি জেলার ৭৭টি উপজেলায় এবং অবশিষ্ট জেলার উপজেলাসমূহে জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয় |
| ২. | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) | ১৪৯৫.৪০ কোটি টাকা | ২৪.৭৫ লক্ষ | ৫০০ টাকা | |
| ৩. | প্রতিবন্ধী ভাতা (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) | ১৮২০.০০ কোটি টাকা | ২০.০৮ লক্ষ | ৮৫০ টাকা | |
| ৪. | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) | ৯৫.৬৪ কোটি টাকা | ১.০০ লক্ষ (প্রাথমিক: স্তরে-৬২০০০ জন মাধ্যমিক: স্তরে-২৬০০০ জন উচ্চ মাধ্যমিক: স্তরে-৮০০০ জন উচ্চ স্তরে- ৪০০০ জন) | ৮৫০ টাকা | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম | ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট | উপকারভোগীর সংখ্যা (২০২১-২২) | ভাতার পরিমাণ (মাসিক জনপ্রতি) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫. | হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) ক. ভাতা | ৫.৫৬ কোটি টাকা | ২৬০০ জন | ৬০০ টাকা | শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয় |
| ৬. | খ. শিক্ষা উপবৃত্তি | | ১২২৫ জন | ৭০০ টাকা (প্রাথমিক) ৮০০ টাকা (মাধ্যমিক) ১০০০ টাকা (উচ্চ. মাধ্যমিক) ১২০০ টাকা (বিশ্ববিদ্যালয়) | |
| ৭. | গ. প্রশিক্ষণ | | ২৩৫০ জন | ১০,০০০ টাকা (এককালীন) | |
| ৮. | বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) ক. ভাতা | ৯.২৩ কোটি টাকা | ৫,০৬৬ জন | ৬০০ টাকা | শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয় |
| ৯. | খ. শিক্ষা উপবৃত্তি | | ৩,৯৯৭ জন | ৭০০ টাকা (প্রাথমিক) ৮০০ টাকা (মাধ্যমিক) ১০০০ টাকা (উচ্চ. মাধ্যমিক) ১২০০ টাকা (বিশ্ববিদ্যালয়) | |
| ১০. | গ. প্রশিক্ষণ | | ২,৩৫০ জন | ১০,০০০ টাকা (এককালিন) | |
| ১১. | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) ক. ভাতা | ৫৭.৮৭ কোটি টাকা | ৪৫,২৫০ জন | ৬০০ টাকা | শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয় |
| ১২. | খ. শিক্ষা উপবৃত্তি | | ২১,৯০৩ জন | ৭০০ টাকা (প্রাথমিক) ৮০০ টাকা(মাধ্যমিক) ১০০০ টাকা (উচ্চ মা:) ১২০০টাকা(বিশ্ববিদ্যা:) | |
| ১৩. | গ. প্রশিক্ষণ | | ২৪২০ জন | ১০,০০০ টাকা (এককালীন) | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম | ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট | উপকারভোগীর সংখ্যা (২০২১-২২) | ভাতার পরিমাণ (মাসিক জনপ্রতি) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪. | চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) | ২৫.০০ কোটি টাকা | ৫০,০০০ জন | ৫০০০ টাকা | শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয় |
| ১৫. | ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের (মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) | ১৫০.০০ কোটি টাকা | ৩০,০০০ জন | ৫০,০০০ টাকা (এককালীন) | |
| ১৬. | ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ৬.০০ কোটি টাকা | ৩,০০০ জন | | |
| ১৭. | ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ২৫৪.৪০ কোটি টাকা | ১.০৬ লক্ষ জন | ২,০০০ টাকা | |
| ১৮. | শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ২৪.৩৪ কোটি টাকা | ৪,৪১৫ জন | ৩,৫০০ টাকা | |
| ১৯. | কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ৩৭.১০ কোটি টাকা | ৫২৫ জন (আনুমানিক) | ৮ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ (আনুমানিক) (এককালীন) | |
| ২০. | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ১.৯৩ কোটি টাকা | ৭১০ জন | | |
| ২১. | শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ১১.৬৬ কোটি টাকা | ৩,০২৪ জন | | |
| ২২. | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ২৬.৫০ কোটি টাকা | ১২,৫০০ জন | | |
| ২৩. | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | ২৩.৩২ কোটি টাকা | ৭,৯৫০ জন | | |

## ১.৬ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা

১. সমাজসেবা অধিদপ্তর
২. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট
৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
৬. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
৭. বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল

## ২.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর এদেশে মোহাজেরদের অব্যাহত গতিতে আগমন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলসভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২টি কার্যালয়। ৫৪টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ সেবার বৈচিত্র্য।

## ৩.০ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রমিত বিধি ( (স্ট্যান্ডার্ড রুলস্) গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় দক্ষিণ এশীয় সমাজভিত্তিক পুনবার্সন সম্মেলনে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

## ৪.০ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রাচীন সংস্থা। ১৯৫৬ সালের ০২ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০২২ সাল পর্যন্ত আর্তমানবতার কল্যাণে সংস্থাটি ৬৬ বছর অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে গঠিত সংস্থাটির রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার একটি রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে পরিষদ গঠন করে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সংস্থাটি সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ১৯৭২ সালে রেজ্যুলিউশন পরিবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। যুদ্ধোত্তর দেশে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান নতুন উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এ রেজ্যুলিউশন সংশোধন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

## ৫.০ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষ করে অসহায় এতিম শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভূতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের বহিঃসম্পদ বিভাগ ও আবুধাবি তহবিলের (শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউএই) প্রতিনিধির মধ্যে ২২শে জুন ১৯৮৪ তারিখে একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে "শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)" গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়।

## ৬.০ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় দেশ সেরা বোতলজাত বিশুদ্ধ মুক্তা পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। এ উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে যেসকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদের সিংহভাগই প্রতিবন্ধী। এ প্রতিষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় আয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়।

## ৭.০ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সম-অধিকার, মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (UNCRPD) অনুসমর্থন ও অনুস্বাক্ষর করেছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের সদিচ্ছায় অটিজমসহ স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ২০১৩ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের বিধান অনুসারে ২০১৪ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়।

## ৮.০ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল

প্রতিবন্ধী মানুষের রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে মানসম্মত রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবী ও সেবা প্রতিষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি পেশাজীবীদের স্বীকৃতি প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ থাকলেও রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীগণের মান নিয়ন্ত্রণসহ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় যথোপযুক্ত রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও সেবার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান এবং মানসম্পন্ন রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীদের স্বীকৃতি ও মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ ১০ম জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে "বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮" পাস হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

## ৯.০ উপসংহার

মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের লক্ষ্যভুক্ত ঝুঁকিপুর্ণ নাগরিকদের ন্যায্য ও প্রাপ্য সেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে। শুরু দিকে মাত্র ৩/৪ টি কার্যক্রম নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্তসাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

লেখক: সৈয়দ মেহদী হাসান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন- ২), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

শিল্পী: মোসা: মাহমুদা আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, পিএইচটি সেন্টার, রাজশাহী।
শিল্পী একজন বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী।

# শিশু সুরক্ষায় শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনকেন্দ্রের ভূমিকা

সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির

'শেখ হাসিনার হাতটি ধরে, পথের শিশু যাবে ঘরে' এই প্রত্যয়ে বর্তমান সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এতিম, অসহায়-প্রতিবন্ধী, অবহেলা ও সহিংসতার শিকার, পাচার থেকে উদ্ধারকৃত, হারিয়ে যাওয়া ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের তাৎক্ষণিক আশ্রয়, লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিকে মডেল হিসেবে গ্রহণপূর্বক প্রতিটি জেলায় শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে ক্ষমতার পালাবদলের ফলে এ বিষয়ে আর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আরও পরে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে পথশিশুসহ তাৎক্ষণিকভাবে ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য শিশুদের সুরক্ষার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড চিল্ড্রেন অ্যাট রিস্ক (DCAR) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (DCAR) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক কার্যক্রম জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক এবং ঝুঁকিতে থাকা শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন অ্যাট রিস্ক (SCAR) নামে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। SCAR প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তাদের পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে (গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর) ৭টি ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রটেকশন সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের সেবার পরিধি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় ৪টি নতুন কেন্দ্রের সংস্থান করা হয়।

জুন ২০১৬ সালে স্কার প্রকল্পটি সমাপ্তির পর এর আওতায় পরিচালিত ১১টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ঝুঁকিতে থাকা বিপন্ন শিশুদের সেবা কার্যক্রমের উপযোগিতা ও অপরিহার্যতা বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাজেটে বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকারের সাহায্য মঞ্জুরি (কল্যাণ/আবর্তক অনুদান) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কর্মসূচি হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং জাতির পিতার কনিষ্ঠ পুত্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে শহিদ শিশু শেখ রাসেলের নামে কেন্দ্রসূহের নামকরণ করা হয়।

'একটি শিশুও রাস্তায় ঘুমাবে না; একটি শিশুও মানবেতর জীবনযাপন করবে না'– মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অভিপ্রায় ও মহতী নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষায় শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যমান জনবল দ্বারা আরো ২টি জেলায় ২টি নতুন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রসমূহ যথাক্রমে গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত।

কেন্দ্রসমূহে ৬ থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের পথশিশু, শ্রমে নিয়োজিত শিশু, মাতা-পিতার স্নেহ বঞ্চিত, গৃহকর্মে নিয়োজিত, পাচার থেকে উদ্ধার, হারিয়ে যাওয়া, বাল্যবিবাহের শিকার, নির্যাতনের শিকার শিশুদের দিবাকালীন/রাত্রিকালীন/সার্বক্ষণিক আশ্রয় ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। সেবা প্রদানের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ২ বছর। তবে প্রয়োজনের নিরিখে জেলা স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিশুর কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ আরো ১ বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক ভবনে সর্বোচ্চ ১০০ ছেলেশিশু ও ১০০ মেয়েশিশুর আবাসন সুবিধা রয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রে আবাসন সুবিধাসহ খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, জীবনদক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক) ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি শিশুকে সকাল ও বিকালের নাস্তা এবং দুপুর ও রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। প্রতিমাসে নির্ধারিত দিন ছাড়াও জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসবসহ বিশেষ দিবসে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। নিবাসী শিশুদের বছরে ৪ সেট পোষাক, ২ সেট উৎসব পোশাক এবং শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া স্কুলগামী শিশুদের জন্য স্কুলের ড্রেসকোড অনুযায়ী পোষাক সরবরাহ করা হয়।

সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিশুদের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করে শিক্ষা অব্যাহত রাখা হয়। অক্ষরজ্ঞানহীন বা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া নিবাসী শিশুদের সক্ষমতার ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। সেবার আওতায় আসা শিশুদের মধ্যে ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুদেরকে আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণপূর্বক কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, পেইন্ট/আর্ট (ব্যানার/সাইনবোর্ড), জুতা বানানো, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের সমাজের মূল ধারার সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ হিসেবে ঝুঁকিবিহীন কাজে নিয়োজিত করা হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা স্টিয়ারিং কমিটি স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রের নিবাসী শিশুদের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শ, তদারকি ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুমোদিত ২৮৬টি পদের বিপরীতে বর্তমানে প্রেষণে ১ জন কর্মকর্তা ব্যতীত বিভিন্ন পর্যায়ে ১৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ৭৪ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন। সরকারের শিশুবান্ধব কার্যক্রমের অংশ হিসাবে পরিচালিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সমূহের সেবা প্রদানমূলক কার্যক্রম ইতোমধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে গণমানুষের মাঝে ব্যাপক চাহিদা ও সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। দিনে দিনে 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' মানুষের ভালোবাসার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

### শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কর্মসূচি সুষ্ঠ ও প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে

১. শিশুদের বসবাসের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নেই। বর্তমানে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় স্থায়ী অবকাঠামো প্রয়োজন।

২. শিশুদের দ্রুত উদ্ধার, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি কেন্দ্রে যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩. সুবিধা বঞ্চিত ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের স্বার্থে এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী শিশু সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের অপরিহার্যতা বিবেচনায় বিদ্যমান দক্ষ ও বিশেষায়িত এ কর্মসূচির প্রশিক্ষিত অস্থায়ী জনবলকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

৪. প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ট্রেড এবং দক্ষ প্রশিক্ষক প্রয়োজন।

৫. নিবাসী শিশুদেরকে সময় উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দের প্রয়োজন।

৬. শুরু থেকে একই বেতনে চাকুরি করার কারণে অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশ দ্রুত একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে সদা সচেষ্ট। তাঁর শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সব ধরনের নির্যাতন বন্ধ করে সব শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দৃঢ় পদক্ষেপসমূহ আজ সমগ্র বিশ্বে প্রশংসনীয়। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সমগ্র বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিতে থাকা বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষিত করে সমাজের বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

লেখক: সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির (যুগ্মসচিব),
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

# সমাজসেবা অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

মোহা: কামরুজ্জামান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ধর্ম, বর্ণ ও বৈষম্যহীন এক ন্যায্য সমাজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন প্রস্তুত এবং যত্নশীল সমাজ বিনির্মাণের কঠিন দৃঢ়তার সাথে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

স্বল্পোন্নত দেশের (এল.ডি.সি) অবস্থান থেকে উত্তরণ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) অর্জন এবং আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বার্ষিক গড় ৮.০ শতাংশ হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ হতে ১৫.০৬ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আরও কার্যকর ও জোরদার করাও আমাদের লক্ষ্য।

উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজের দুস্থ, অসহায়, এতিম, বেকার, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা, অবহেলিত, অনগ্রসর, হতদরিদ্র, পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর সক্ষম মহিলা ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী, আইনের সাথে সাংঘর্ষিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে আসছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী ও বাস্তবসম্মত উপার্জন উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল ও সেবা কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।

## উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্পসমূহ

১. ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত);
২. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত);
৩. সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত);
৪. দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনোবাড়ি, গাজীপুর;
৫. ০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন;
৬. নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান;
৭. চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (১ম সংশোধিত);
৮. ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম);
৯. Urban Management of Internal Migration due to Climate Change Project (UMIMCC), Phase-II

## সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বাস্তবায়িত ৩ ধরনের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:

### ক) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন

১. ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২৩)
২. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জুলাই/১৭- ডিসেম্বর/২০২২)
৩. সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৪)

৪. দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনোাবাড়ি, গাজীপুর (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)
৫. ৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৩)
৬. নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)

## খ) বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন

১. চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১৭-ডিসেম্বর/২০২৪)
২. Cash Transfer Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)
৩. Urban Management of Internal Migration due to Climate Change Project (UMIMCC), Phase-II (জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২২)

## গ) সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন

১. করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩)
২. সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২২) (প্রস্তাবিত জুন/২০২৩)
৩. মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর ২০১৮ নভেম্বর ২০২২) (প্রস্তাবিত নভেম্বর ২০২৩)
৪. দুস্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)
৫. কুমিল্লা ১০০ শয্যাবিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৩)
৬. কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১) (মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)
৭. ঢাকা শিশু হাসপাতালে অ্যাডভন্সড শিশু সার্জারি অ্যান্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন/২০২৩)
৮. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) (প্রস্তাবিত জুন/২০২৩)
৯. এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)
১০. মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)
১১. আমাদের গ্রাম ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)
১২. ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনি ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন, নরসিংদী (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)
১৩. প্রত্যয়: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪)
১৪. সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপি সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)
১৫. প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)
১৬. কিডনি হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)
১৭. গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)
১৮. টেকসই গ্রিন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)
১৯. চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)

২০. খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)
২১. ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)
২২. ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)
২৩. প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)
২৪. দুস্থ, বিধবা, স্বামী– পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)
২৫. পটুয়াখালী জেলার অসহায়, দুস্থ ও করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বেকার যুব ও যুব মহিলাদের বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)
২৬. আর্সেনিকোসিস রোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)
২৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোবাইল সার্ভিসিং, ড্রাইভিং, টিভি-ফ্রিজ মেরামত এবং দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)
২৮. গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও মকসুদপুর উপজেলার দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়-উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (অক্টোবর ২০২১– সেপ্টেম্বর ২০২৩)
২৯. জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মিলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (অক্টোরব ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)

## সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বাস্তবায়িত সরকারি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের চিত্রঃ

৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণঃ

জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, ঢাকা

০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন :

সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস

## ভবিষ্যৎ উদ্যোগ পরিকল্পনা

সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ, ২০১৫, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গ্রহণের গ্রহণ করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন:

১. ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়ে ৩২ জেলা);
২. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়);
৩. পিএইচটি সেন্টারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী);
৪. ০৬টি মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম) পুনঃনির্মাণ;
৫. বিদ্যমান শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (০৩টি) সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৬. ৮টি বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
৭. সরকারি শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা পুনঃনির্মাণ ও সরকারি শিশু পরিবার (বালক), ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্থাপন;
৮. বিদ্যমান ৬টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের (ভবঘুরে নিবাস) পুনঃনির্মাণ;
৯. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (০৯টি) স্থাপন;
১০. সামাজিক নিরাপত্তা কমপ্লেক্স স্থাপন।
১১. ট্রানজিট শেল্টার হোম স্থাপন, যশোর;
১২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (৫টি) নির্মাণ;
১৩. ক্যাপিটেশন গ্রান্ডপ্রাপ্ত এতিমখানার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ;
১৪. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বাজিতপুর ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, জয়পুরহাট;
১৫. হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আধুনিকায়ন;
১৬. প্রবেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

লেখক: মোহা: কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সমাজসেবা অধিদপ্তর।

# ডিজিটাল সেবা গ্রহণে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও

**ভাস্কর ভট্টাচার্য**

বঙ্গবন্ধু এমন সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে সকল নাগরিক পাবে সমান অধিকার। শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশে গৃহীত নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রমের দিকে তাকালে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি, যা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিপ্লবে অংশগ্রহণের পথ দেখায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫% মানুষ প্রতিবন্ধী। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিকভাবে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-তে যথাক্রমে এসডিজি-৪, এসডিজি-৮, এসডিজি-১০, এসডিজি-১১ এবং এসডিজি-১৭-তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (UNCRPD) স্বাক্ষর এবং অনুস্বাক্ষর করেছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর ৩০ লক্ষেরও অধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তাদের (DIS) সিস্টেমে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্যে বর্তমান সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের ৩৩ হাজারেরও অধিক সরকারি ওয়েবসাইট এবং ১ হাজারেরও অধিক ডিজিটাল নাগরিক সেবা রয়েছে। এছাড়াও, জব পোর্টাল, ই-কমার্স, নিউজ পোর্টাল, অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবাসহ বিভিন্ন বেসরকারি সেবা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এগুলোর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সরকারি ও বেসরকারি ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ ও ডিজিটাল সেবা সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যে যেন অভিগম্য হয় সেজন্য বাংলাদেশ সরকার নানা কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে, এটুআই-এর তৈরি সকল ওয়েবসাইটে গড়ে ৭০ শতাংশ অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়েছে। যেমন: "মাইগভ"- এক ঠিকানায় সরকারি সেবা, "মুক্তপাঠ"- ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন https://bangladesh.gov.bd/, ডিজিটাল নথি অফিস তথ্যসেবা কাঠামো ইত্যাদি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে বাংলাদেশে প্রায় ৯ শতাংশ নাগরিক কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার, যার বিশাল একটি অংশই শিক্ষার্থী। শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের জ্ঞানার্জন বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের এই চ্যালেঞ্জ লাঘবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক উদ্যোগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক উদ্বোধন করেন। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-মাল্টিমিডিয়া টকিং বই প্রণয়ন ও বিতরণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের আওতায় প্রথম থেকে দশম শ্রেণির ১৫ হাজার পৃষ্ঠার ১০৭টি পাঠ্যবই ইউনিকোডে কনভার্ট করা হয়। এই সকল পাঠ্যপুস্তককে ফুল টেক্সট ও ফুল অডিও মাল্টিমিডিয়া টকিং বইতে প্রণয়ন করা হয় যা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থী বইগুলো ব্যবহারের সুযোগ পায়। প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া করলেও ব্যবহার উপযোগী শিক্ষা উপকরণ অপর্যাপ্ত। উপরন্তু, প্রতিবন্ধী নাগরিকের বিশাল অংশ নিরক্ষর বা কম শিক্ষিত। এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো প্রকার অভিধান (Accessible Dictionary) নেই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের এর আওতায় ইপসা সকলের জন্য ব্যবহারোপযোগী এই একসেসিবল ডিকশনারি প্রণয়নের ধারণা প্রদান করেছে। এর ফলে প্রথমবারের মতো দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল শিক্ষার্থী ও অন্যান্যরাও এটি ব্যবহার করার সুযোগ পায়। এখানে বাংলা থেকে ইংলিশ, ইংলিশ থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে বাংলা এই তিন ধরনের একসেসিবল ডিকশনারি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এগুলো অনলাইন ও অফলাইন উভয় সংস্করণেই পাওয়া যাবে। এছাড়াও, মুক্তপাঠ বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মটির স্লোগান 'শিখুন, যখন যেখানে ইচ্ছে'। যে কেউ এখানে বিনামূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করতে পারেন। মুক্তপাঠকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী করতে সব পক্ষের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছেন এটুআই। বর্তমানে মুক্তপাঠ প্ল্যাটফমের্র সম্পূর্ণভাবে অ্যাকসেসিবল হলেও মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্ম এর সকল কোর্স অ্যাকসেসিবল করার জন্য কাজ করছে এটুআই টিম। ইতোমধ্যে কিছু কোর্স অ্যাকসেসিবল করা হয়েছে যেমন: "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার"। বর্তমানে মুক্তপাঠ পোর্টালে প্রবেশ করলে স্ক্রিনের

ডান পাশে 'অ্যাকসেসিবিলিটি মেনু' নামে একটি বোতাম পাওয়া যায়। সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তার বিষয় রয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য করার কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে সোনালী ব্যাংকে, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকসহ মোট চারটি ব্যাংকের ডিজিটাল সেবায় অ্যাকসেসিবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

**লেখক: ভাস্কর ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট - অ্যাকসেসেবিলিটি, এটুআই, ই-মেইল: vashkar@a2i.gov.bd**

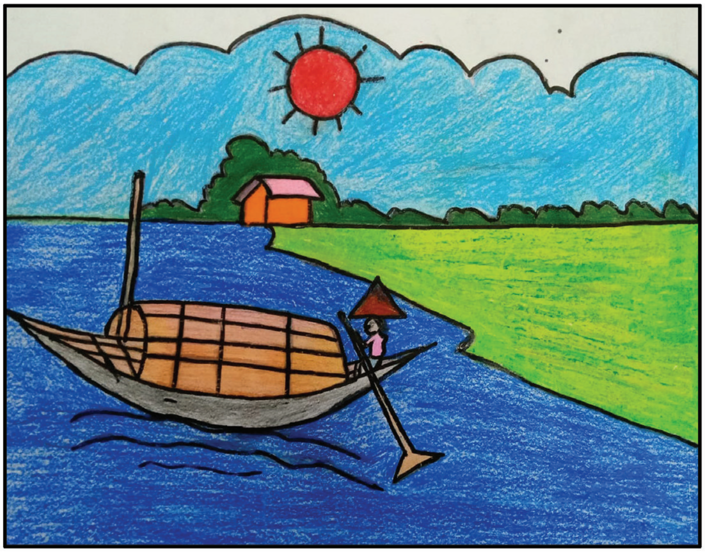

শিল্পী: মোসা: খাদিজা, কেরানীগঞ্জ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অটিষ্টিক বিদ্যালয়, শিল্পী একজন বাক প্রতিবন্ধী

## সমতার লড়াই

### জয়া সিকদার

জয়া সিকদার একজন ট্রান্সজেন্ডার উম্যান জন্ম ১৯৭৩ সনে পটুয়াখালী জেলায়। তিনি জন্মেছিলেন পুরুষ শরীর নিয়ে, কিন্তু মানসিকভাবে জয়া বেড়ে উঠতে শুরু করল নারী হিসেবে, পরিবারের দেওয়া নাম ছিল জয় সিকদার, এই জয় পরিচয়ে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন, ছোটবেলা থেকেই জয় ছিলেন একটু নম্র স্বভাবের মানুষ এবং দায়িত্বশীল। তাই কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু যদি তাকে বলত সেটা তিনি খুব দায়িত্ব নিয়ে পালন করতেন। কিন্তু শিক্ষকদের কাছ থেকে এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে তার এই নারীসুলভ আচরণের জন্য বিভিন্ন বুলিং এর শিকার হতে হয়েছে তাকে, কিন্তু এই প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেন। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় তার অনেক মেয়ে সহপাঠী ছিল, তাদের সাথে খুব ভালো সখ্যতা ছিল, কিন্তু ছেলে সহপাঠীদের সঙ্গে অতটা মিশতে পছন্দ করত না জয়। কেননা তার ভিতরে একটি নারীত্বের বসবাস। তাই তিনি শরীরে যদিও পুরুষ, মানসিকভাবে নারী, তাই তিনি তার মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে খুব পছন্দ করতেন এবং মেয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে একসঙ্গে টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া। এবং কোনো কারণেই যদি স্কুলে অনুপস্থিত থাকত তাহলে স্কুলের মেয়ে সহপাঠীরা দেখতে আসত বাসায় যে অসুস্থ কি না, ইস্কুলে সবসময়ই মেতে থাকতো গান আর অভিনয় নিয়ে, তাইত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ সমাপনীতে স্কুল শিক্ষকেরা জয় কে দায়িত্ব দিয়েছিল নাটকের দল করার এবং নাট্যদল তৈরি করে বিদ্যালয় সমাপনী অনুষ্ঠানে মঞ্চায়ন করে মন্টুর পাঠশালা নামে একটি নাটক। এইতো, প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে এবার হাইস্কুলে যাবার পালা জয়ের কিন্তু হাইস্কুল তো বয়েজ স্কুল। এখানে সব ছেলেরা পড়ে, এখানে কোনো মেয়ে বন্ধু নেই তার তাইতো ইস্কুলে এবার শুরু হলো অন্যরকম বুলিং। এখন আর স্কুলে যেতে মোটেই মন টানে না জয়ের। প্রতিদিন মায়ের বকুনি বাবার বকা শুনতে হয়, তুমি যদি পড়াশুনা না কর তাহলে তুমি কী করবে আর তোমার মেয়েলি স্বভাব ত্যাগ করতে হবে এরকম মেয়েলিপনা করলে তো তোমাকে ক্ষ্যাপাবে তোমার সহপাঠীরা, শরীরে পুরুষ হয়েও মনে নারী, এই স্বভাব কীভাবে বদলাবে, যেমন কথায় বলে না "হাত বান্ধিবি পা বান্ধবি মন বান্ধিবি কেমনে" তাইতো আমি আমার মনকে বাঁধতে পারি না, তাই মা-বাবা প্রতিদিন আমাকে নিয়েই ঝগড়া শুরু করে, বাবা মাকে এই ঝগড়া থেকে মুক্তি দিতে একদিন জয় নারী হওয়ার জন্য রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। আসলেই বিশাল শহরে এসে কোথাও জায়গা হয়নি জয়ের যেখানেই থেকেছেন, সেখানেই ছিল অমানবিক নির্যাতন। সেটা শারীরিক-মানসিক-যৌন নির্যাতন। এত নির্যাতনের মাঝেও এই জয়কে ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু এ দাঁড়ানোর পিছনে অনেক মানুষের অবদান রয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান এর পিছনে সময় দিয়েছে, তাইতো আজকে জয় হতে পেরেছে জয়া। এখন জয়া সিকদার সম্পর্কের নয়া সেতু নামের একটি সংগঠন পরিচালনা করছে, সংগঠনটি মূলত কাজ করছে লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী ও ট্রান্সজেন্ডার হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য। তিনি বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছেন প্রায় ২৫ বছরের মতন, বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য কাজ করছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ও এশিয়া প্যাসিফিক ও দক্ষিণ এশিয়ায়, ব্যক্তিজীবনে জয়া সিকদার আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে ১৬ বছরের মতন কাজ করেছেন জুনিয়র মাঠ গবেষক হিসেবে। তার গবেষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষণা ছিল হিজড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য এবং অধিকার।

লেখক: জয়া সিকদার, নির্বাহী পরিচালক, সেতু

# নারীর অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও জাতীয় উৎপাদন

**মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ**

মানব সভ্যতার সূতিকাগার পরিবার। পরিবারেই আমাদের জন্ম। একটি রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় পরিবারকে। এখান থেকে শুরু মানব সেবা, মানব কল্যাণ ও উন্নয়নের অভিযাত্রা। ধর্ম-বর্ণমতে বিশেষ প্রথা অনুসারে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। আমাদের পরিবারসমূহ বিরতিহীন কাজের অন্যতম ক্ষেত্র। এখানে আছে নানান কাজ। যেমন: সন্তান লালন-পালন, সন্তানদের লেখাপড়া, রান্না করা, গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য সংরক্ষণ, খাবার পরিবেশন, প্রবীণদের সেবা, উৎসব আয়োজন, অথিতি আপ্যায়ন, সামাজিক যোগাযোগ ইত্যাদি। পরিবার নামক এ আদি প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে ? সংসারের কাজসমূহ কে  করছে ? এ নিয়ে আমাদের তেমন ভাবনা নেই। সামাজিক প্রথা অনুসারে সিংহভাগ কাজ করছে আমাদের মায়েরা। মা-বোন, ঘরের বউ, চাচি-মামি, খালা-ফুফু তথা নারীসমাজ। নারীরা নিভৃতে গৃহস্থালির সকল কাজ নিপুণভাবে করে চলছে। কিন্তু গৃহস্থালির কাজসমূহের শ্রমমূল্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতি কি তারা পাচ্ছে?

দেশের সিংহভাগ পরিবার দারিদ্র্যকবলিত, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির। নারী প্রতিটি পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের সংসারে নারীরা কাজ করে আনন্দচিত্তে। প্রত্যক্ষ কোনো প্রতিদান তারা প্রত্যাশা করে না। চায় শুধু নিজ পরিবারের কল্যাণ। চায় পরিবারের উন্নয়ন। কৃষিপ্রধান এ দেশে নারীসমাজের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে তারা শুধু সাংসারিক কাজ নয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও ভূমিকা রাখে। কৃষি পরিবারে একজন নারী কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া বসত ভিটায় তাঁরা হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, শাক-সবজি চাষ ও ফলজ বৃক্ষ রোপণ করে। ছোটোবেলায় মাকে দেখেছি– ধান মাড়াই করতে, ধান শুকাতে, গৃহের চারদিকে সবজি চাষ ও ফলজ বৃক্ষ রোপণ করতে। দেশের অর্থনীতিতে নারীসমাজের এ অবদানকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়নি। জাতীয় উৎপাদনে নারীর নীরব ভূমিকার হিসাব কখনো গণনা করা হয়নি।

গৃহস্থালির কাজে নারীর ভূমিকাসমূহকে আর্থিক মানদণ্ডে বিবেচনায় আনতে  মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষে দাবি উঠেছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে নারী মৈত্রী, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-সহ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সময়ে দেশে গবেষণা ও সেমিনার পরিচালনা করছে। কিন্তু সাধারণ নারীসমাজ হতে নারীর শ্রমের স্বীকৃতি বা মর্যাদা আদায়ের কোনো দাবী ওঠেনি। মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষে কেনো এ দাবি। পাঠকের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগতে পারে, এ দাবির উৎস কোথায় ?

নারীর গৃহকর্মে শ্রমমূল্য ও মর্যাদা বিষয়ক মানবিক দাবি নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ বৈশ্বয়িক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(SDG)-২০১৫ ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণার মাধ্যমে নারীর গৃহস্থালির কাজকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এসডিজি-২০১৫-এর অন্যতম লক্ষ্য "নারী-পুরুষের সমতা" বিধান। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৫.৪ নং সূচকে উল্লেখ "সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক ও গৃহস্থলি কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা। পরিবার ও পারিবারিক দায়িত্ব বন্টনের বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত করে তুলে ধরা"। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত। আমি একজন পেশাদার সমাজকর্মী। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মী হিসেবে নারীর শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সমাজের সকল পক্ষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

পারিবারিক যত্ন-স্নেহ-ভালোবাসায় আমাদের সকলের বেড়ে ওঠা। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থানের জন্য একটি পরিবারের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ জড়িত। যার নেপথ্যে নারীসমাজের ভূমিকা অনন্য। আমার সহধর্মিনী একজন কর্মজীবী নারী। একজন কলেজ শিক্ষিকা। পেশাজীবী হিসেবে তিঁনি কি শুধুমাত্র শিক্ষকতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন ? নিশ্চই না ! গৃহকত্রী হিসেবে সকল কাজ ও সামাজিক দায়িত্ব তাঁকে যথাযথভাবে পালন করতে হচ্ছে।। কর্মজীবী হিসেবে কোনো ছাড় নয়। পরিবার ও পেশা উভয় দিক সমান তালে সামলাতে হচ্ছে। শশুরালয় সদা প্রস্তুত! গৃহবধূ হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা হচ্ছে কি না। দেশে নারী শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী কর্মসংস্থান। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীর

প্রতিবন্ধকতা অনেক। যেমন: যানবাহনের অভাব, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের অভাব, শৌচাগারের অভাব, মাতৃত্বকালীন ছুটির অপ্রতুলতা ও অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ইত্যাদি। সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নারী সমাজ পারিবার ও কর্মস্থল উভয় ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছে। জাতীয় উৎপাদনে নারীরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তারা দেশের বৃহৎ জনশক্তির অন্যতম উৎস। পরিবারের প্রজনন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ও গৃহকে গতিশীল রাখতে নারীর ভূমিকা অনন্য। গৃহকর্মে অবদান প্রসঙ্গে উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিডিপি) গত ২০১৮ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণায় দেখা যায়, গৃহ ও গৃহস্থালির কর্মে নারীর নীরব অবদানের অর্থমূল্য ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, সংসারে একজন নারী পুরুষের তুলনায় ৩ গুণ বেশি মজুরিবিহীন কাজ করে। গৃহকর্মে নারী দৈনিক সময় ব্যয় করে ৭.৭ ঘন্টা এবং পুরুষ সময় ব্যয় করে ২.২ ঘন্টা। জাতিসংঘ কর্তৃক এ ধরনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় কয়েক বছর পূর্বে। এ প্রতিবেদনে দেখা যায়, মেয়েদের গার্হস্থ্য শ্রমকে যদি অর্থের হিসাবে বিবেচনা করা হতো, তবে যেকোনো দেশের জাতীয় আয় ৩৯ শতাংশ বা তার চেয়েও বেশি হতো।

জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ২৪ অক্টোবর সার্বজনীন মানবাধিকার নীতি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এ ঘোষণাপত্রের ২৩(খ) ধারায় উল্লেখ "প্রত্যেকেরই কোনো বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে"। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা গৃহস্থালির কাজকে 'কর্ম' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। সংসার যে বিরতিহীন কর্মক্ষেত্র সমাজ তা বোঝে না। অ-প্রতিবাদী নারীসমাজ সর্বশক্তি দিয়ে পরিবারের চাকা সচল রাখার সংগ্রামে লিপ্ত। যদি কোনো একদিন নারীসমাজ গৃহকর্মের স্বীকৃতি আদায়ের দাবীতে প্রতিবাদমুখর হয়, তবে কী হবে! নিশ্চয়ই অচল হবে পরিবার, গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু এখানে পুরুষশাসিত সমাজ নিশ্চিন্ত। পুরুষেরা ভাবে, নারীসমাজ কি কখনো প্রতিবাদমুখর হবে! কারণ একজন নারীর ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র যে নিজ পরিবার।

অর্থনীতিবিদ ও নারী নেত্রীগণ গৃহস্থালির সেবামূলক কাজকে মোট জাতীয় উৎপাদনে (GDP) অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলছেন। তাঁদের প্রস্তাব জাতীয় পর্যায়ে একটি 'স্যাটেলাইট একাউন্ট' খুলে গৃহকর্মের শ্রমমূল্য পরিমাপ করা যেতে পারে। নারীর শ্রমমূল্য পরিমাপ, মূল্য পরিশোধকারী কে এবং কী হারে পরিশোধ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক গবেষণা প্রয়োজন। নারীরাও দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার। তাই মোট জাতীয় উৎপাদনে নারীর অবদান বিবেচনা করে সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে হবে।

কোনো দেশের জাতীয় উৎপাদনের অন্যতম উপাদান 'শ্রম'। সাধারণত মোট জাতীয় উৎপাদন হলো: একটি দেশে নির্দিষ্ট বর্ষে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার সমষ্টি এবং অর্থমূল্য। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনের প্রধান উপাদানসমূহ হচ্ছে: ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অর্থাৎ একক বর্ষে কোনো দেশের মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট লাভ ও মোট সুদের সমষ্টি হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন। অর্থনীতির বর্ণিত সূত্রমতে, গৃহকর্মে নারীদের প্রতিনিয়ত প্রদত্ত শ্রম মোট জাতীয় উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

আমরা অনেকেই পুরুষ বা নারী হিসেবে এ দেশের প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। মায়েদের স্নেহ ও ভালোবাসায় আমরা লালিত হয়েছি। আমরা সকলেই মজুরিহীন শ্রমের ফসল। গৃহকর্মে শ্রমের মর্যাদা প্রাপ্তি তাঁদের মানবাধিকারের অংশ। গৃহস্থালিতে প্রদত্ত শ্রমে দেশের প্রতিটি পরিবার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এ শ্রম প্রতিটি দেশের সমৃদ্ধির সূতিকাগার। সমাজ জাগ্রত হোক। নারীর গৃহকর্মের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জনে সামাজিক সচেতনতা গড়ে উঠুক। নারীসমাজে কারো প্রতিপক্ষ নয়, আমাদের শ্রদ্ধার বিশেষ ক্ষেত্র এবং সকল অর্জনের গর্বিত অংশীদার। প্রতিষ্ঠিত হোক নারীর মর্যাদা।

লেখক: মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

# ২০২০ ও ২০২১ সালে জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

২০২০

প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

আব্দুল জব্বার জলিল

২০২০

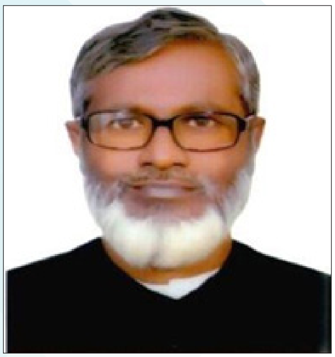

প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আল-মামুন সরকার

২০২০

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যাহা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহ।

জেলা প্রশাসন, খুলনা

২০২১

বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অবদান বিশ্ব মানব সেবা সংঘ (বৃদ্ধাশ্রম)

গ্রাম: হাইশুর , পো: হাতিয়াড়া, উপজেলা-কাশিয়ানী,জেলা-গোপালগঞ্জ

২০২১

প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী

২০২১

প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান

এসপায়ার টু ইনোভেইট (এটুআই) প্রোগ্রাম

ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর,

ঢাকা-১২০৭।

২০২১

'সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনঃএকত্রীকরণ

আকবরিয়া লিমিটেড

সুলতানগঞ্জ পাড়া, ওয়ার্ড নং-১, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।

২০২১

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যাহা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহ

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন

বাসাঃ ১৩, রোডঃ ২/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, মিরপুর-১১ ১/২, ঢাকা

# ফটো গ্যালারি

একজন বয়স্ক ভাতাভোগীকে পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি

সিটিএম প্রকল্পের মোটরসাইকেলের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়

সরকারি শিশু পরিবারের সাংস্কৃতিক দলের সাথে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয়

একজন ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতার প্রকল্প পরিদর্শনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১)ওওওও

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের শিক্ষার্থীবৃন্দ

অবসরে সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসিগণ

# চিত্র গ্যালারি

**অচিন প্রসূন**

শিল্পীঃ ড. মোঃ মোকতার হোসেন, উপসচিব ও পরিচালক, সামাজিক নিরাপত্তা, সমাজসেবা অধিদপ্তর

শিল্পী: শারমিন, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কক্সবাজার

শিল্পী: মোসা: ফারজানা আক্তার, ১০ম শ্রেনী, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুর
শিল্পী একজন বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী

শিল্পী: নুসরাত জাহান, একাদশ শ্রেনী, শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও

শিল্পী: সুমাইয়া আক্তার তানিয়া, একাদশ শ্রেনী, শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও

# কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন যারা

শিল্পী: সাইয়ইনু মার্মা, ৭ম শ্রেনী, সরঃ শিশুপরিবার (বালিকা), তেজগাঁও

শিল্পী: মোসাঃ পলি খাতুন, ৬ষ্ঠ শ্রেনী, পি,এসটি সেন্টার, রাজশাহী
শিল্পী একজন বাক- শ্রবণ প্রতিবন্ধী

DESHA is a non-profit Non-Government Organization established in the year of 1986 for the socio-economic upliftment of the poor and landless people of the area. Main thrust of DESHA's program is to organize the poor and underprivileged people into groups in order to enable them to develop leadership, manage and control for themselves as well as identify their problems and find out solutions. DESHA received its registration from Department of Social Service in 1989 and began field level implementation of its development programs in 1996. With a very limited resources, DESHA started its operation in 17 villages of Mirpur upazila under the district of Kushtia. From the outset, DESHA began with and still follows target group approach while working among the disadvantaged rural poor household consisting of land less and manual laborers, ethnic, minorities and others vulnerable people. Over the years, DESHA has gradually expanded its working area through a strategically defined plan. DESHA has traveled a long and struggling way to reach the present status. DESHA has achieved hard fought success in multi-sectoral development activities during this period of time. The commitment, skill and experience have strengthened its capacity to expand development interventions from local to national level.

## Core Programs:

1. **Microfinance**
2. **Renewable Energy (SHS, ICS, Biogas and Bio-fertiliser)**
3. **DESHA TARC (Training and Resource Center)**
4. **DARI (Desha Agricultural Research Institute)**
5. **Health, Education and Other Developments Projects**

DESHA

## DESHA Shechsashebi Artho Samajik Unnayan O Manobik Kallyan Sangstha

**Head Office**

DESHA TOWER, Upozila More, Kushtia-Jhenaidah Highway, Kushtia, Bangladesh
Telephone: +88 02 477782881; Cell: +8801720-510210; Fax: +88071-71054
Email: info@desha.org.bd/desha_bd@yahoo.com, Web: www.desha.org.bd

**Dhaka Liaison Office**

Alamin Apon Heights, A-5; H 27/1/B, Rd. 3; Shyamoli, Dhaka-1207, Bangladesh
Cell: +88 01720 510 209, +88 01720 510 236
Email: dhaka@desha.org.bd; Web: www.desha.org.bd

# জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩

" শিখর থেকে শিখরে,
প্রতিভা বিকাশে শিক্ষাবৃত্তি "

" মেধা ঝড়তে দেব না,
অর্থের অভাব হবে না "

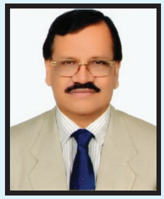

লায়ন এম.এ রশিদ

শ্লোগানকে সামনে রেখে আসপাাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ১৯৯৩ ইং সাল হইতে সুখী, সমৃদ্ধ, সচেতন সমাজ বিনির্মানে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

- শিক্ষা ও শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচী
- সমবায় ভিত্তিক সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচী
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন
- জেন্ডার  সমতায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন
- জীবন ও জীবিকা
- বৃদ্ধ আশ্রম সেবা কর্মসূচী
- দারিদ্র বিমোচন
- কারিগরী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান ও
- ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

আসপাডার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধানের পক্ষ হইতে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস-২০২৩ এ সকলকে শুভেচ্ছা।

# সিও

সিও সংস্থার উপকারভোগী মোছাঃ জামেনা খাতুন

আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত জনাব মোঃ সামছুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, সিও। সিও-এর পূর্ণ নাম সোসিও ইকোনোমিক হেল্‌থ এডুকেশন অর্গানাইজেশন। তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে জন সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন মান উন্নয়নের জন্য গড়ে তোলেন সিও। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে এর ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে যার মধ্যে কৃষি ঋণ কার্যক্রম অন্যতম।

সিও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্মহত্যা, বাল্য বিবাহ-বহু বিবাহ, নারী ও শিশু পাচার, যৌতুক, নারীর অধিকার, জন্মনিয়ন্ত্রণ, নারী নির্যাতন, মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, অসহায় মানুষদের আইনী সহায়তা প্রদান, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিক্ষা, বনায়ন, গৃহায়ন প্রকল্প, ভিজিডি, মাতৃত্বকালী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, জিংক ধান প্রকল্প, সেচ প্রকল্প, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজা করণ, ড্রাগন চাষ, কমলা, বাউ কুল, আপেল কুল, কাগজি লেবু, আম, আতা ফল, শরীফা ফল, পেয়ারাসহ বিভিন্ন জাতের ফল ও ফুল চাষ, মৌমাছি থেকে মধু উৎপাদন, মৌসুমী শাক-সবজি উৎপাদন, বেকার যুবক-যুবতী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অস্বচ্ছল পরিবারকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছে। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, মন্দাসহ সকল প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও দূর্গত মানুষের পাশে দাড়াতে খাদ্য সামগ্রী, মাস্ক, সাবান-স্যানিটাইজার সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করছে।

প্রতিষ্ঠানের “সিও পল্লীতে” হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, কারিগরি কলেজ স্থাপন করা সহ সারা বাংলাদেশের মানুষের কল্যানে কাজ করাই সিও সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য|

স্বল্প খরচে মানসম্মত চক্ষু সেবা প্রদানে
আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)
দৃষ্টি
সবার
অধিকার
চোখের সেবায় বিশেষায়িত
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৩৩৩৬৮১৩৮
সার্বক্ষনিক যোগাযোগ : ০১৭১৯৫১৫৩৭১
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০।
GUK EYE HOSPITAL
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, দিনাজপুর।
www.gukeyehospital.org.bd

স্বল্প খরচে মানসম্মত চক্ষু সেবা প্রদানে
আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)
দৃষ্টি
সবার
অধিকার
চোখের সেবায় বিশেষায়িত
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৩৩৩৬৮১৩৮
সার্বক্ষনিক যোগাযোগ : ০১৭১৯৫১৫৩৭১
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০।
GUK EYE HOSPITAL
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, দিনাজপুর।
www.gukeyehospital.org.bd

স্বল্প খরচে মানসম্মত চক্ষু সেবা প্রদানে
আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)
দৃষ্টি
সবার
অধিকার
চোখের সেবায় বিশেষায়িত
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৩৩৩৬৮১৩৮
সার্বক্ষনিক যোগাযোগ : ০১৭১৯৫১৫৩৭১
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০।
GUK EYE HOSPITAL
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, দিনাজপুর।
www.gukeyehospital.org.bd

স্বল্প খরচে মানসম্মত চক্ষু সেবা প্রদানে
আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)
দৃষ্টি
সবার
অধিকার
চোখের সেবায় বিশেষায়িত
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৩৩৩৬৮১৩৮
সার্বক্ষনিক যোগাযোগ : ০১৭১৯৫১৫৩৭১
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০।
GUK EYE HOSPITAL
গাক চক্ষু হাসপাতাল
গাক চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা।
গাক চক্ষু হাসপাতাল, দিনাজপুর।
www.gukeyehospital.org.bd

স্বপ্নযাত্রা
"স্বপ্নযাত্রা" বাংলাদেশের অভিভাবকহীন দরিদ্র মেধাবী , সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্টীর শিক্ষার জন্য চাহিদানুযায়ী মাসিক শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে থাকে।
এ কার্যক্রমের শুরু থেকে আম্বালা ফাউন্ডেশন সহায়তা করে আসছে আপনিও স্বপ্নযাত্রার শিক্ষা সহায়তা ফোরামের সদস্য হয়ে এ কার্য ক্রমের অংশীদার হতে পারেন।
শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম
সহায়তার খাতসমূহ
সেশন ফি
মাসিক বেতন
পরিক্ষা ফি
খাতা
স্কুলে যাতায়াত
আবাসন
বই
স্কুল ব্যাগ
টিফিন
পেন্সিল-কলম
জ্যামিতি বক্স
ইউনিফর্ম
ঐচ্ছিক সহায়তার খাতসমূহ
● শিক্ষা সফর
● স্বাস্থ্য সুরক্ষা
● উৎসব গিফট
● চাকরী সহায়তা
● কারিগরী প্রশিক্ষণ
● পারিবারিক সহায়তা
● বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় পরামর্শ সহায়ত
ambala foundation
RADIO BIKRAMPU 99.2FM
email: info@shwapnojatra.org
contact: 02 222242561; 01701266960
website: www.shwapnojatra.org
https://www.facebook.com/shwapnojatra.org

নারীর স্বাস্থ্য সেবা এবং
মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু রোধে
বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার
সাথে আছে মেরী স্টোপস

মেরী স্টোপস ক্লিনিক সোসাইটি

সেবার দরজা খোলা
আপনার কাছাকাছি

সেবা ও পরামর্শের জন্য...

08 000 222 333 (TOLL-FREE)

www.mariestopes.org.bd

Radio Sarabela
98.8 FM
মাটি ও মানুষের কাছে
শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, নারী, শিশু, চরের জীবন, দুর্যোগে আগাম তথ্য প্রদানসহ কমিউনিটির মানুষের চাহিদা অনুযায়ী নানা বিষয়-বৈচিত্র্যের অনুষ্ঠান ও উন্নয়ন সংবাদ নিয়ে কমিউনিটি রেডিও সারাবেলা আছে আপনার সাথে।
এফএম তরঙ্গে গাইবান্ধায়
আর অনলাইনে
পৃথিবীর যে কোনো
প্রান্ত থেকে শুনুন
রেডিও সারাবেলা
৯৮.৮ এফএম
www.radiosarabela.fm

STAY DIFFERENT
SKS Inn
in Pristine Nature
ভ্রমণ, রাত্রি যাপন, বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন,
মিটিং, সেমিনারসহ যে কোন অনুষ্ঠানে
এসকেএস ইন্
ফ্যামিলি ডে-আউট | বুফে লাঞ্চ/ডিনার | সুইমিং পুল
বোটিং | চিলড্রেন জোন | কনফারেন্স রুম | মিটিং রুম
কলেজ রোড, রাধাকৃষ্ণপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০
যোগাযোগঃ ০১৮৪০ ৩৭৫৬২৪ / ১৭
FOLLOW US

Radio Sarabela
98.8 FM
মাটি ও মানুষের কাছে
শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, নারী, শিশু, চরের জীবন, দুর্যোগে আগাম তথ্য প্রদানসহ কমিউনিটির মানুষের চাহিদা অনুযায়ী নানা বিষয়-বৈচিত্র্যের অনুষ্ঠান ও উন্নয়ন সংবাদ নিয়ে কমিউনিটি রেডিও সারাবেলা আছে আপনার সাথে।
এফএম তরঙ্গে গাইবান্ধায়
আর অনলাইনে
পৃথিবীর যে কোনো
প্রান্ত থেকে শুনুন
রেডিও সারাবেলা
৯৮.৮ এফএম
www.radiosarabela.fm

STAY DIFFERENT
SKS Inn
In Pristine Nature
ভ্রমণ, রাত্রি যাপন, বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন,
মিটিং, সেমিনারসহ যে কোন অনুষ্ঠানে
এসকেএস ইন্
ফ্যামিলি ডে-আউট | বুফে লাঞ্চ/ডিনার | সুইমিং পুল
বোটিং | চিলড্রেন জোন | কনফারেন্স রুম | মিটিং রুম
কলেজ রোড, রাধাকৃষ্ণপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০
যোগাযোগঃ ০১৮৪০ ৩৭৫৬২৪ / ১৭
FOLLOW US

RDF

Resource Development Foundation (RDF)

(A Trusted Name in the Social Development & Renewable Energy Sector in Bangladesh)

Our Activities & Services :

- Microfinance
- Renewable Energy
- Social Development
- Agricultural Development & Food Securities
- Disaster & Risk Management

Head Office : RDF BHABAN, House# 21, Road# 12, Pisciculture Housing Society, Block-Kha, Adabar, Dhaka-1207.
RTRC : RDF TOWER, Police Line Sharak, Barguna, E-mail: info@rdfbd.org, Website: www.rdfbd.org

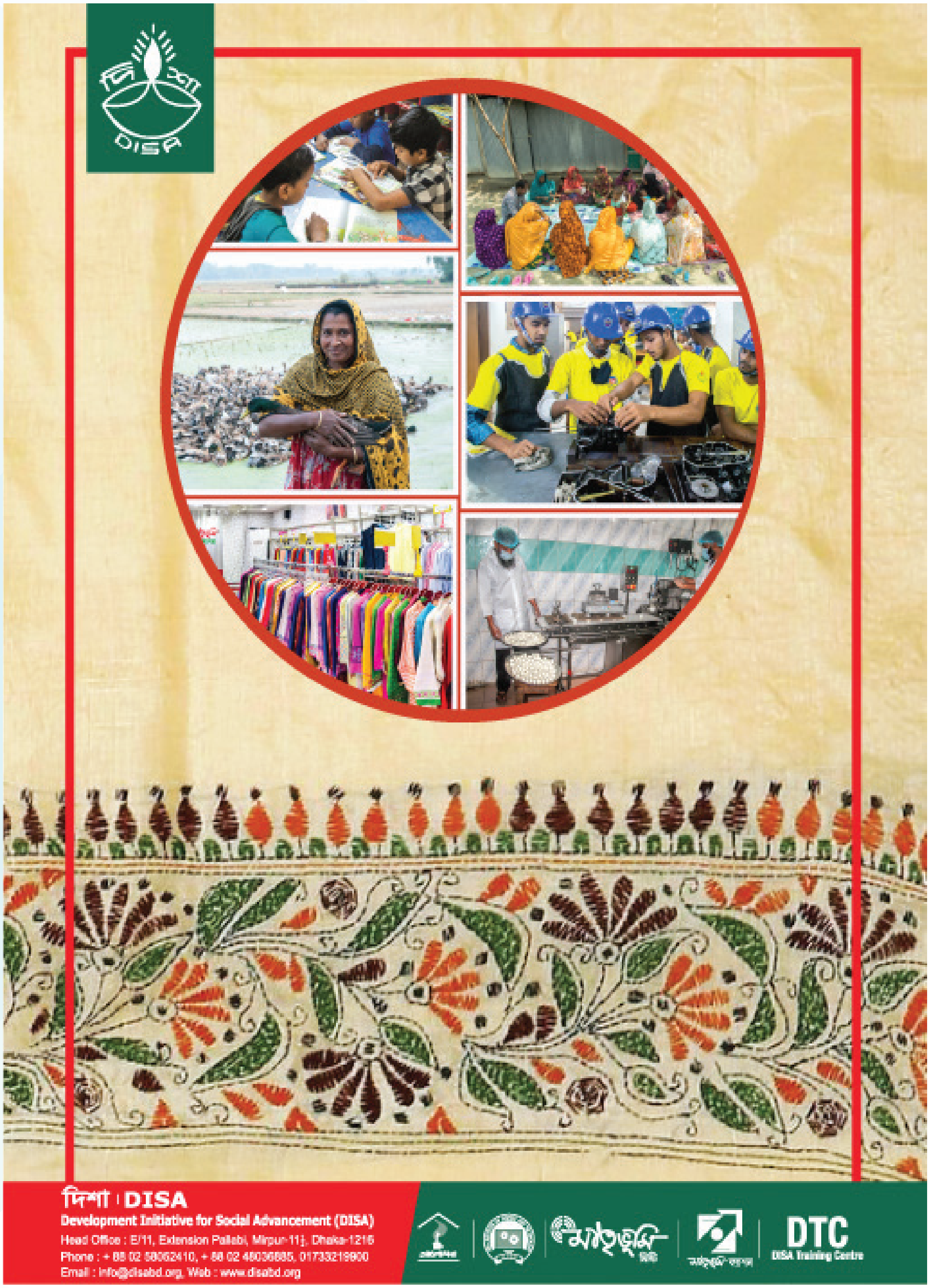

দিশা । DISA
Development Initiative for Social Advancement (DISA)
Head Office : E/11, Extension Pallabi, Mirpur-11½, Dhaka-1216
Phone : + 88 02 58052410, + 88 02 48036885, 01733219900
Email : info@disabd.org, Web : www.disabd.org
DTC
DISA Training Centre

## ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট এপ্রোচ ফর ম্যানপাওয়ার (ইমাম) ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

# ইমাম ফাউন্ডেশন

প্রধান কার্যালয়ঃ বাড়ী# ১৪, রোড# ০৪, ব্লক# বি
ওয়েস্ট ধানমন্ডি, বসিলা, মাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

**ইমাম ফাউন্ডেশন সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নে সদয় জাগ্রত**

## আমাদের সেবাসমুহঃ

- ফরিদপুরে ১০০ শতাংশ জমির উপর দৃস্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা।
- ভকেশনাল শিক্ষা ও লাইব্রেরী।
- ঢাকায় বছিলায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের আবাশিক থেকে লেখাপড়ার সুযোগ।
- অসহায় গরীব রোগী ও মৃত ব্যক্তির জন্য ফি এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা।
- শীতকালীন সময়ে বিনামূল্যে কম্বল বিতরণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঈদ সামগ্রী বিতরনসহ অন্যান্য কার্যক্রম করে থাকি।

আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরাও আপনাদের সাথে থাকব ইনশাআল্লাহ।

**যোগাযোগঃ**

সাইয়েদ ইমামুল হাসান
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ইমাম ফাউন্ডেশন
মোবাইলঃ ০১৯২৭৩০০৩৮০, ০১৭৯৯৮৯৮৩৩৯, ই-মেইল: imamfoundation@gmail.com

# সোনার বাংলা গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয় অভিযাত্রায় - MAB

আর্ত-মানবতার সেবা এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ১৯৯৩ এ প্রতিষ্ঠিত মুসলিম এইড বাংলাদেশ-গঅই একটি অলাভাজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান - যা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৪ সালে নিবন্ধিত এবং ২০০৯ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (গজঅ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশের হত দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পৌছে দিচ্ছে।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত "ভিশন ২০৪১ ও স্মার্ট বাংলাদেশ" গড়ার লক্ষে সরক্কারের পাশাপাশি মুসলিম এইড বাংলাদেশ একটি সহযোগী সংস্থা হিসেবে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গণমানুষের মাঝে নিরন্তণ কাজকরে যাচ্ছে।

দারিদ্রের কষাঘাত থেকে প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত গণমানুষকে বের করে নিয়ে আসার লক্ষে মুসলিম এইড বাংলাদেশ-গঅই নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে-

- ক্ষুদ্র অর্থায়ণ (ঋণ) প্রকল্প
- টেকসই জীবিকায়ন প্রকল্প
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সহনশীলতা প্রকল্প
- সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম প্রকল্প

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম বাগেরহাট জেলায় MAB- এর পক্ষ থেকে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন

MAB- এর পক্ষ থেকে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মিসেস নিলীমা রায়হানা সিলেটে বন্যা দূর্গতদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছেন

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম এর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন MAB- এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মাহফুজুর রহমান চৌধুরী

শরীয়া ভিত্তিক ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স বাস্তবায়নের জন্য গঅই নিম্নোক্ত বিষয় গুলো অনুসরণ করে-

- কর্যে হাসানা (কল্যাণময় কর্য)
- বাই-মুয়াজ্জাল (লাভ-লস ভাগাভাগী)
- হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক

বর্তমানে ৩১ টি জেলার আওতায় ৩৫,০০০ গ্রাহক / গ্রহিতা সরাসরি মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর নিকট থেকে অর্থনৈতিক সহ অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করছে।

আমাদের প্রোগ্রামগুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেন তারা দারিদ্রের কবল থেকে হত-দরিদ্র মানুষকে বের করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সমাজের বোঝা না হয়ে সহযোগী হাত হিসেব কাজ করে।

কিছু কিছু বিশেষ কার্যক্রম মুসলিম এইড বাংলাদেশকে অন্যান্য সংস্থা থেকে আলাদা করেছে-

- পরোক্ষ নিরাপত্তা (Co-lateral Security) ছাড়াই অর্থনৈতিক সহায়তা
- গ্রাহকদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করণের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক এবং মুদারাবা সঞ্চয় স্কীমের অধীনে সঞ্চয় প্রকল্প চলমান
- সার্ভিস চার্জ মুক্ত হত-দরিদ্র ঋণ সহায়তা (কর্যে হাসানা)
- সিডর,আইলা, মহাসেন এবং মোরা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কৃষি নির্ভর জীবিকায়ন
- MAB-গ্রহীতাদেরকে মূলত আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য শুধু অর্থায়নই নয় বরং সামাজকি মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পয়ঃনিষ্কাষণ, পরিচ্ছন্নতা (WASH), বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক বিরোধি প্রচার-প্রচারণা এবং পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

# RISDA-Bangladesh

## Our Programs

Microfinance
Skills Development
Community development
Humanitarian Response
Renewable Energy
Agriculture & Value Chain

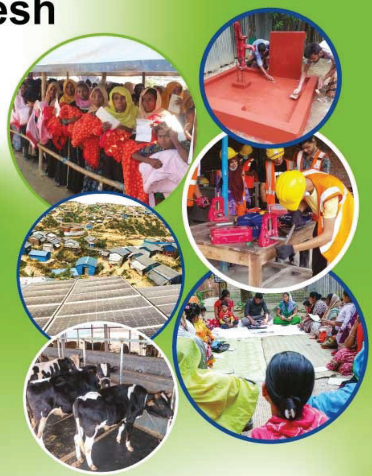

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

বাড়ি-২৬/২, ব্লক-সি, কালিয়াকৈর, আক্রান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭৭৭৭৬৫৪৪৪, ০১৭৭৭৭৬৫৪৩৪
info@risda.org.bd, risda.bangladesh@yahoo.com

RISDA Happiness for All | রিসডা-বাংলাদেশ

www.risda.org.bd
www.facebook.com/risda.bangladesh



## সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

### জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩- এ সিডিডি'র আন্তরিক শুভেচ্ছা!

**একীভূত সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে সিডিডির আন্তরিক প্রয়াস:**

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতার স্বীকৃতিতে গণ সচেতনতা;
- একীভূত শিক্ষায় সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ;
- জীবিকা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন;
- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন;
- রাষ্ট্রীয় পরিষেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিগম্যতা;
- প্রতিবন্ধিতার বাধা নিরসনে সহায়ক উপকরণের সহজলভ্যতা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়নে সাংগঠনিক উদ্যোগ।

CDD Centre for Disability in Development
Bringing hope, dignity and meaning to life

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)
এ-১৮/৬, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০, বাংলাদেশ
ফোন: ০১৭১৩০২১৬৯৫, ইমেইল: info@cdd.org.bd, ওয়েবসাইট: www.cdd.org.bd

# ভার্ক এর পক্ষ থেকে
# আন্তরিক শুভেচ্ছা

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে সমাজের পিছিয়ে পড়া অতিদরিদ্র জনগে-াষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। মানব উন্নয়নের জন্য একটি গতিশীল এবং অংশগ্রহণমূলক টেকসই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার করার পাশাপাশি মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান করা, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিতদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ অন্বেষণ, উৎপাদন  ও সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে ভার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য।

## ভার্কের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ:

- মূলধারার জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- নিরাপদ পানি, পয়:নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- জনসংগঠন তৈরী ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম
- জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি প্রশমন ও জরুরী সহায়তা প্রদান

VERC

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্ট(ভার্ক)
বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা
ফোন: ০২২২৩৩৭১২১৬, ০২২২৩৩৭১২১৭, ০২২২৩৩৭১২১৮
ইমেইল: info@vercbd.org, verc@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.vercbd.org

# ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স সমাজসেবা অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং-ঢ ০৫০৩৭, তারিখ: ১৭.১০.২০০০) এবং 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নং: ১৬৪২, তারিখ: ২০ মে ২০০১) থেকে নিবন্ধিত একটি সংস্থা হিসেবে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিশু ও নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিত করা, শিশুবান্ধব সুশাসন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে বিদ্যালয়মুখী করার জন্য ইসিডি সেন্টার পরিচালনা করা, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, এবং শিশুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারের উদ্যোগ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ভিশন-২০৪১ অর্জনে সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নীতি অনুসরন করে কাজ করছে এবং এর লক্ষ্য (Vision) হচ্ছে- এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে শিশু ও নারী অধিকার সুরক্ষিত হবে এবং তাদের অংশগ্রহণ ও মতামত কার্যকর অর্থে মূল্যায়িত হবে সংস্থার উদ্দেশ্য (গরংংরড়হ) হচ্ছে 'অধিকারভোগী, যত্নপ্রদানকারী ও দায়িত্ববাহক উভয়ের সংবেদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশু ও নারীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ নিশ্চিতকরণে সকল প্রকার নির্যাতন ও অধিকার লংঘনের হাত থেকে সুরক্ষিত করা'।

সংস্থার ২০২২-২০২৬ সালের জন্য প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচটি কর্মসূচিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে- ক) শিশু অধিকার, সুরক্ষা ও শিশুবান্ধব সুশাসন; খ) যুব উন্নয়ন; গ) নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার ন্যায্যতা; ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবেলা ও মানবিক সহায়তা প্রদান এবং ঙ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন।

সংস্থাটি বর্তমানে ঢাকা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় বিভিন্ন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিশু অধিকারভিত্তিক সমমনা সংস্থাকে উপকরণ সরবরাহ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিশু অধিকার এবং শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

**ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স**
লালমাটিয়া, ঢাকা

# ইউনাইটেড সোস্যাল হিউম্যান এডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশন (ঊষা)

নির্বাহী পরিচালক

ইউনাইটেড সোস্যাল হিউম্যান এডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশন (ঊষা) নারায়ণগঞ্জ জেলার, রূপগঞ্জ উপজেলায় অবস্'িত, একটি দেশীয় বেসরকারী, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সে'ছাসেবী, উন্নয়ন সংস্'া। ২০০০ইং প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই দরিদ্র, অসহায়, পশ্চাৎপদ, সুবিধাবঞ্চিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠি বিশেষ করে নারী, শিশু, যুবক ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের নিয়ে কাজ করে তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা বৃদ্ধি,অধিকার সচেতন, দায়িত্বশীল ও জীবন- জীবিকার মান উন্নত করার জন্য নিরলস ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্'ার আইনগত বৈধতা- সমাজসেবা অধিদপ্তর, রেজিঃ নম্বর (না- ০৩৫৩), তাং- ২৮শে নভেম্বর ২০০১ইং। সোসাইটি এক্ট (জয়েনষ্টক কোম্পানী) বাংলাদেশ রেজিষ্টেশন নং- এস-৩৬৭৬ (৪৬৫) তাং ২০/০৩/২০০৪ ইং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, রেজিষ্ট্রশন নং- ২৭৩৭, তাং ২৩/১০/১২ইং। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রজিষ্ট্রশন নং- যুউঅ/নাঃ-১৬৭, রূপগঞ্জ-২০ তাং০২/১২/২০১২ ইং। বর্তমানে ৬ ছয়টি জেলার ২৯টি উপজেলায় ৫০ টি শাখার মাধ্যমে ৩৫০ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলস নিসার্থ ভাবে কাজ করে সংস্'াকে এগিয়ে নিয়ে যা"ছে।

ঊষার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের দূর্বল এবং কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঊষা ফাউন্ডেশন সকল অসহায় ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দি"ছে, যাতে তারা নিজেরাই একদিন তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। মাইক্রো ফাইন-ান্স্য/ক্রেডিট প্রোগ্রামের অধিনে ঊষা ফাউন্ডেশন কৃষি ঋণ, ফসল, পশুসম্পদ, মৎস্য, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ, গৃহায়ণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণ করছে। সুবিধাভোগীরা যাতে তাদের টেকসই উপাজর্নের জন্য মাইক্রো ক্রেডিট ঋণ কার্যকরভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

UNITED SOCIAL HUMAN ADVANCEMENT FOUNDATION (USHA)
Head Office: Usha Tower, Dhighiborabo, (Near Tarabo Bishwaroad)
Tarabo, Rupgonj, Narayangonj. Phone: 09611677279.
Email: ushafoundation047@gmail.com
Web: www.ushafoundationbd.org

## ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট  ফর সোস্যাল এন্ড হিউম্যান এ্যাফেয়ার্স (দিশা)

চর ভেদুরিয়া, পোঃ চরপদ্মা  উপজেলাঃ মুলাদি,
জেলাঃ বরিশাল ।ফোনঃ  +৮৮০১৭৩২২৮৭৮০১
ইমেইলঃ shaiadulbasar@gmail.com
আর্থ-মানবতার সেবায় সদয় জাগ্রত

আমাদের সেবা সমূহ

- Emergency Relief
- ইসলামী মাইক্রো ক্রেডিট
- পরিবার পরিকল্পনা
- WASH
- VWD
- Climate Change
- Training
- Working for Rohingha People
- Working With Govt, National and International donors

*** উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার



## Association for Realisation of Basic Needs-ARBAN

## এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্স-আরবান

আরবান কমপ্লেক্স, ১১১/৩/ডি/১, মেরাদিয়া, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ।

"আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা শ্রমজীবি নর-নারী, শিশু-কিশোর আদিবাসী-পাহাড়ী, সংখ্যালঘু, দুর্বল ও ক্ষমতাহীনদের অধিকার আদায়ের পক্ষে"

# দক্ষতা অর্জন করি- নিজেকে সমৃদ্ধ করি”

## প্রচেষ্টা (স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা)

প্রধান কার্যালয় : ২৬৬/২/এ, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

আঞ্চলিক অফিস: মালেক ম্যানসন (১ম-৩য়) তলা ভাঙ্গাপুল, ভাদৈ, হবিগঞ্জ।

মোবাইল: ০১৭১১-০২৯০৪৮/ ০১৩০৭৪২০৯১৫

প্রচেষ্টা এনজিও দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিটিআই)

## আমাদের সেবাসমূহঃ

ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং

ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড হাউজওয়ারিং

রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং

মোবাইল ফোন সার্ভিসিং

ড্রাইভিং এন্ড কম্পিউটার ট্রেড

# DEVELOPMENT INSTITUTE FOR SOCIAL AND HUMAN AFFAIRS (DISHA)

## ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল এন্ড হিউম্যান এ্যাফেয়ার্স (দিশা)


চর ভেদুরিয়া, পোঃ চরপদ্মা উপজেলাঃ মুলাদি,
জেলাঃ বরিশাল।ফোনঃ +৮৮০১৭৩২২৮৭৮০১
ইমেইলঃ shaiadulbasar@gmail.com


আর্থ-মানবতার সেবায় সদয় জাগ্রত

**আমাদের সেবা সমুহঃ**

>>>: Emergency Relief

>>>: ইসলামী মাইক্রো ক্রেডিট

>>>: পরিবার পরিকল্পনা

>>>: WASH

>>>: VWD

>>>: Climate Change

>>>: Training

>>>: Working for Rohingha People

>>>: **Working With Govt, National and International donors**

*** উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার


Charpadma, P.O. Madrashahat, P.S. Muladi, District: Barishal, Bangladesh.
Mobile: +8801732287801, E-mail- shaiadulbasar@gmail.com, dishabd08@gmail.com
Dhaka Office: Flat A1, House # 6, Road # 6, Block E, Section 2, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.
Phone: 88028053470, Mobile: +8801732287801, +8801819432428, E-mail- dishabd08@gmail.com
Web: www.disha-bd.com

# ARS-Bangladesh

## আর্স বাংলাদেশ

ARS Bangladesh Since1998

www.arsbd.org

প্রধান কার্যালয় ঃআর্স বাংলাদেশ ভবন, বাড়ি# ২৩০, কিসমত নওয়াপাড়া, উপশহর, যশোর-৭৪০০।
ঢাকা অফিস ঃ লেক ভিউ, ফ্লাট#৫বি, রোড#৪, বাড়ি#৩৮, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল ঃ ০১৮৫৫১৫১১০৩-০৪, ই-মেইল ঃ arsmfi@yahoo.com

# আপনি জানেন কি ?

**আপনার বাড়িতে প্রচলিত চুলা ব্যবহারে,**

- ৫-১৫ ভাগ তাপ শক্তি কাজে লাগে এবং ৮৫-৯৫ ভাগ অহেতুক অপচয় হয়।
- অন্যদিকে চুলার সৃষ্ট গরম বিষাক্ত গ্যাসে ব্যবহারকারীরা বিভিন্নরূপ অসুখে যেমনঃ শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক ব্যাধি, ফুসফুসের স্বল্পকালীন প্রদাহ, চোখের ছানি পড়া, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদিতে ভুগছেন।
- সর্বোপরি ইহা পরিবেশকে দূষণ করে।

**আপনি কি প্রচলিত চুলার অপচয় রোধ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করতে চান?**

***তাহলে ব্যবহার করুন উন্নত চুলা***

উন্নত চুলা প্রধানত দুই ধরনেরঃ

১। উন্নত চুলা পারিবারিক ব্যবহার উপযোগী।
২। উন্নত চুলা বানিজ্যিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার উপযোগী।

এমনকি ছোট ছোট শিল্প কারখানায় যেখানে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়, সেখানেও তাদের উপযোগী করে উন্নত চুলা তৈরি করা যায়।

উন্নত চুলা ব্যবহারে সুবিধাঃ

- অভ্যন্তরীন বায়ু দূষন রোধ করে এবং ব্যবহারকারীর (বিশেষ করে মা ও শিশুর) স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- শতকরা ৫০-৬০ ভাগ জ্বালানী সাশ্রয় হয়।
- তুলনামূলকভাবে কম সময়ে রান্না হয়।
- রান্না ঘরে ধোয়া কালী ও গরম হয় না।
- হাড়ি পাতিল কম কালো হয়।
- খাবারের মান অটুট থাকে।
- অগ্নি দুর্ঘটনা কম হয়।
- সর্বোপরি পরিবেশ ও বনজ সম্পদ সংরক্ষনে সাহায্য করে।

IDCOL ইডকলের আর্থিক সহযোগিতায় যশোর ও নড়াইল জেলায় আর্স বাংলাদেশ কর্তৃক স্বল্প মূল্যে উন্নত চুলা বিক্রয় করা হচ্ছে। এই চুলা ব্যবহারে নিরাপদ রান্না, অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। এই চুলা সংগ্রহে এখনই আর্স বাংলাদেশ এর নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন।

ARS-Bangladesh
আর্স বাংলাদেশ
ARS Bangladesh Since1998
www.arsbd.org

২ জানুয়ারী ২০২৩

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও মানবকল্যাণ পদক প্রদান-এর

## সার্বিক সফলতা কামনা করি

# সেবা ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ

২ জানুয়ারী ২০২৩

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও মানবকল্যাণ পদক প্রদান-এর

## সার্বিক সফলতা কামনা করি

# পিডিএপি

২ জানুয়ারী ২০২৩

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও মানবকল্যাণ পদক প্রদান-এর

# সার্বিক সফলতা কামনা করি

## এপিডিএস

# Voice of Destitute

Email: info@vodbd.org, Web: www.vodbd.org

## আমাদের লক্ষ্য
## আমাদের সাফল্য

## এক নজরে ভয়েজ অব ডেস্টিটিউট

২ জানুয়ারী ২০২৩

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও মানবকল্যাণ পদক প্রদান-এর

# সার্বিক সফলতা কামনা করি

osaca

osaca

Organisation for Social Advancement & Cultural Activities

২৭ ডিসেম্বর

প্রতিষ্ঠার ৪০ চল্লিশ বছর

সেতু'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সকল সদস্য,
অংশীজন, কর্মী বাহিনী, সরকারী ও
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক
উন্নয়ন সহযোগী এবং শুভানুধ্যায়ীদের

## আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি

সেতু SETU

Development partner since 1983